এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ

৩ শূন্যের সঙ্গে শূন্যের যোগফল শূন্যই, বাম-কং-তৃণমূলকে তোপ শমীকের
সুজিত বসুকে নিয়ে ইডিকে সুপ্রিম নোটিস ৩

কলকাতা ৪ নভেম্বর ২০২৬ ১৭ কার্তিক ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ১৪২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 04.11.2026, Vol. 20 Issue No. 142, 8 Pages, Price 3.00

সূচকের লাফ, স্বস্তি সোনাতেও



নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর: টানা রক্তক্ষরণের পর অবশেষে সুদিন ফিরল দালাল স্ট্রিটে। গত কয়েকদিনে দফায় দফায় পতনের পর মঙ্গলবার শেয়ারবাজারে দেখা গেল ষাঁড়ের লাফ। যার জেরে ১২২৫ পয়েন্ট বাড়ল সেনসেক্স। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিফটিও। শুধু তাই নয়, মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিয়ে কিছুটা কমেছে সোনার দামও। সবমিলিয়ে ধনতেরাসের আগে বাজারে সুদিন ফিরতে চলেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

মঙ্গলবার সকালে শেয়ার বাজার খুলতেই সেনসেক্স ৮০০ পয়েন্ট পেরিয়ে যায়। বাজার বন্ধ হওয়ার সময় দেখা যায় সেনসেক্স ১২২৫.০৭ পয়েন্ট অর্থাৎ ১.৬২ শতাংশ বেড়ে পৌঁছে গিয়েছে ৭৬,৯১৭.৮৫তে। পিছিয়ে নেই নিফটিও। রিপোর্ট বলছে, নিফটি ৩৭০.০৫ পয়েন্ট অর্থাৎ ১.৫৮ শতাংশ বেড়ে পৌঁছে গিয়েছে ২৩,৮০১.৮৫তে। ব্যাঙ্ক নিফটিতেও বিরাট বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। ৫৩৭.৮৫ পয়েন্ট অর্থাৎ ০.৯৮ শতাংশ বেড়ে বর্তমানে ব্যাঙ্ক নিফটির অবস্থান ৫৫,৫০৪.০৫-তে।

যে শেয়ারগুলিতে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে সেগুলি হল, নেসলে ইন্ডিয়া , এশিয়ান পেন্টস, মারিকো লিমিটেড, লোধা ডেভলপমেন্ট, ডিমার্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক মতো শেয়ারগুলিতে। পাশাপাশি এই ভরা বাজারেও পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে পাওয়ার গ্রিড, পিএনবি, এসবিআই, ওএনজিসি, ইনফোসিসের মতো শেয়ারগুলিতে। এদিন সোনার দামও বেশ কিছুটা কমেছে। রিপোর্ট বলছে, মঙ্গলবার ২৪ ক্যারেট (১০ গ্রাম) সোনার দাম ২৭০ টাকা কমে হয়েছে ১,৩৯,৬৪০ টাকা। ২২ ক্যারেট (১০ গ্রাম) সোনার দাম ২৫০ টাকা কমে হয়েছে ১,২৮,০০০ টাকা। ফিউচার মার্কেটেও সোনা আজ ০.৮৬ শতাংশ কমে ১,৩৮,৯৭৯ টাকা প্রতি ১০ গ্রামে ট্রেড করছে।

চা শ্রমিকদের দীপাবলির উপহার মুখ্যমন্ত্রীর

‘ব্লিচিং দিয়ে কলকাতা-হাওড়া সাফ করে শিলিগুড়িতে ঢুকব’



সোমা মুখোপাধ্যায়

মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে পা দিয়েই চা শ্রমিকদের জন্য রেশনের চালের পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতা-হাওড়ার পর একে একে রাজ্যের অন্যান্য পুরসভাগুলিতেও নির্বাচন হতে চলেছে। তার আগে শিলিগুড়ি থেকে পুরভোট নিয়েও বিরোধীদের কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘ব্লিচিং-ফিনাইল দিয়ে কলকাতা ও হাওড়া সাফ করে তারপর শিলিগুড়িতে ঢুকে পড়ব।’ এর পাশাপাশি ফের একবার উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব মনে করিয়ে দেন তিনি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণাও করেন শুভেন্দু।

মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে ‘গণতন্ত্র বাঁচাও অরাজকতা হটাও’ কর্মসূচিতে উপস্থিত শিলিগুড়িতে মিছিল করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার-সহ আরও অনেকে। মিছিলের পর আয়োজিত সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়ি পুরভোটে জয়ের বার্তা দেন। উত্তরবঙ্গের গুরুত্বের কথা মনে করিয়ে তিনি বলেন, ‘৬ মাসে ১০ বার উত্তরবঙ্গে এসেছি। উত্তরবঙ্গকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নয়। বিজেপিকে যদি প্রথম কেউ জায়গা দিয়ে থাকে তা হল দার্জিলিং। প্রথম এমপি দিয়েছে। কাজ দিয়ে ভরিয়ে দেব।’ শুভেন্দু জানিয়ে দেন, রায়গঞ্জে এইমস হলে, জলপাইগুড়িতে ক্যান্সার হাসপাতাল, বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পংয়ে মেডিক্যাল কলেজ হবে। বাদ যাবে না শিলিগুড়িও। আইআইটি বা আইআইএম গড়ার জন্য জায়গা দেখার কাজ চলছে।

শুভেন্দুর নিশানায় মমতা-অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের বার্তার পাশাপাশি ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন ফের অভিষেককে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘ভাইপোর কী হয় সময় হলে দেখতে পাবেন।’ শিলিগুড়ির সভামঞ্চ থেকেও পরিবারতন্ত্র নিয়ে জোর সওয়াল করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। গান্ধি পরিবার ও কালীঘাটকে কটাক্ষ করেছেন তিনি। ৪জির সঙ্গে তুলনা গান্ধি পরিবারকে। তিনি বলেন, ‘নেহরু, ইন্দিরা, রাজীব, রাহুল পরিবারতন্ত্র চলছে কংগ্রেসে!’ অন্যদিকে, বাংলার রাজনীতিতেও তৃণমূলকে একই ইস্যুতে খোঁচা দেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারতন্ত্র চালাচ্ছেন বলে নিশানা করে মমতাকে ২জি কটাক্ষ করেন। তাঁর কথায়, ‘এই সরকার শাহজাহানকেও ছাড়েনি, পুষ্পাকেও ছাড়েনি।’

‘প্রতিবাদের নামে অনির্দিষ্টকাল জায়গা দখল করে রাখা যায় না’

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর: প্রতিবাদের নামে অনির্দিষ্টকালের জন্য জায়গা দখল করে রাখা যায় না। মঙ্গলবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে চলা একাধিক বিক্ষোভ সংক্রান্ত মামলায় এমনই পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। একইসঙ্গে আদালত জানিয়ে দিয়েছে, নির্ধারিত স্থানগুলিতে কর্মসূচি পালনেরও একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা উচিত।

শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ‘আপনারা চিরকালের জন্য কোনও জায়গা দখল করে রাখতে পারেন না। আরও অন্যান্য প্রতিবাদীরাও রয়েছেন। তাহলে কৃষকরা বা আইনজীবীরা কোথায় যাবেন? প্রতিবাদ করার অধিকার প্রত্যেকের আছে।’ উৎসবের মরশুমে প্রতিবাদ কর্মসূচি বন্ধ করার আর্জি জানিয়ে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির দায়ের করা একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে, তিনি কেন্দ্র সরকারেরও জবাব তলব করেছেন। অন্যদিকে, কেন্দ্রের সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, ‘যাঁরা প্রতিবাদের ডাক দেন, কর্মকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট যে কোনও পরিণতির দায়ভারও তাঁদেরই নিতে হবে।’ তিনি জানান, গত ২০ জুলাইয়ের বিক্ষোভের অনুমতি কেবল এক দিনের জন্যই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা সেই জায়গাটি দখল করে নেন, এমনকী সংসদের দিকে মিছিলও করে।

জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে





তাঁর ইস্তফার দাবিতে দিল্লিতে পথে নেমেছে বিরোধী দলগুলি-সহ বিভিন্ন সংগঠন। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে (এসআইআর) নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা। গত মাসে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। এরপর গত রবিবার রামলীলা ময়দানে সমাবেশ করে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া। লাগাতার বিক্ষোভ-প্রতিবাদের কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দিল্লির ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, উৎসবের মরশুমে বিক্ষোভের জেরে কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। এদিন শীর্ষ আদালতে সেই প্রসঙ্গও উঠে আসে। আইনজীবী মুকুল দিল্লির ব্যবসায়ীদের উদ্বেগের কথা বর্ণনা করে বলেন, ‘আমার মতে আগামী দু’মাস কোনও প্রতিবাদ বা ধরনা করা উচিত নয়।’ আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, ‘প্রতিবাদ করার অধিকার সকলের রয়েছে। তবে সেটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হওয়া উচিত।’

দিনের পর দিন একই জায়গায় বিক্ষোভ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার বিপক্ষে অতীতেও মন্তব্য করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। ২০২১ সালে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে দিল্লির শাহিনবাগের আন্দোলন নিয়ে এক মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালতের একই ধরনের পর্যবেক্ষণ ছিল। প্রতিবাদের অধিকারের কথা মেনে নিয়েও সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, ‘যত্রতত্র এবং যখন খুশি আন্দোলন করাটা মোটেই কাম্য নয়।’

জনগণনায় কি পিছোবে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক?

নিজস্ব প্রতিবেদন: জনগণনার কাজে শিক্ষকদের যুক্ত করার সিদ্ধান্তের জেরে ২০২৭ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা ১৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়ার কথা। তবে ২৫ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জনগণনার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলায় এবং সংশোধনী-সহ পুরো প্রক্রিয়া ৫ মার্চের মধ্যে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, একই সময়ে পরীক্ষা নেওয়া কঠিন বলেই মনে করছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

যদিও পর্ষদ সূত্রে খবর, শিক্ষকরা এই জাতীয় কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলে পরীক্ষা পরিচালনা, কেন্দ্র পরিদর্শন ও প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই জটিলতা এড়াতে ইতিমধ্যেই স্কুলশিক্ষা দপ্তরের কাছে মাধ্যমিকের সূচি পরিবর্তনের একটি লিখিত প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তবে এই প্রস্তাবিত নতুন খসড়া অনুযায়ী, ২ মার্চ থেকে ১৬ মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে এবং প্রথা মেনে প্রথম ভাষার পরীক্ষা দিয়েই তা শুরু হতে পারে। তবে এই সূচি এখনও চূড়ান্ত নয়, শিক্ষা দপ্তরের সবুজ সংকেত পাওয়া গেলেই এটি কার্যকর হবে বলে পর্ষদ সূত্রের খবর। একইভাবে মাধ্যমিকের পাশাপাশি উচ্চমাধ্যমিকের সূচিতেও রদবদলের সম্ভাবনা প্রবল। এই প্রসঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অসিতকুমার মণ্ডল এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘আগামী বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ১৬ মার্চের পর শুরু করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। সেই অনুযায়ী নতুন রুটিন তৈরির কাজও শুরু করেছে সংসদ।’

তবে পরীক্ষা পিছোনোর এই প্রস্তাব নিয়ে শিক্ষক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে শিক্ষকদের একাংশের মতে, ‘জনগণনার কাজে বহু শিক্ষক যুক্ত থাকলে পরীক্ষার দিনগুলোতে পর্যাপ্ত পরিদর্শক পাওয়া যাবে না। ফলে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নিতে গেলে সূচি পরিবর্তন করাই বাস্তবসম্মত।’

বক্সার বাঘিনি

■ অসমের জঙ্গলে ধরা পড়ল বক্সার সেই বাঘিনি। বন দপ্তর সূত্রে খবর, ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করার পরে মঙ্গলবার রাতেই ‘ডুয়ার্সের রানি’-কে ফেরানো হচ্ছে বক্সায়। পশ্চিমবঙ্গের বন দপ্তরকে জানিয়েছে অসম সরকার।

দেহ উদ্ধার

■ উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিং গিয়ে তুষারঝড়ের নিখোঁজ বাঁকুড়ার পাঁচ বাসিন্দা-সহ মোট আট জন! গত পাঁচদিন ধরে নিখোঁজদের সন্ধানে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় হেলিকপ্টার নিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে উত্তরাখণ্ড প্রশাসন। মঙ্গলবার উদ্ধার হয়েছে দুই অভিযাত্রীর মৃতদেহ।

দায়ী পাক!

■ দিল্লির দূষণের জন্য না কি দায়ী পাকিস্তান! এমনই রিপোর্ট দিয়েছে নাসা। দূষণের জেরে এনসিআর জুড়ে জিআরএপির দ্বিতীয় পর্যায় জারি হয়েছে দিল্লিতে। এরইমাঝে সামনে এসেছে নাসার ‘ফার্মস’ স্যাটেলাইট ডেটা।

কেশম দ্বীপে মার্কিন হামলার জবাব ইরানের

তেহরান, ৩ নভেম্বর: চুক্তির লক্ষ্যে আলোচনার মাঝেই ফের সংঘাতে জড়িয়েছে আমেরিকা ও ইরান। হামলা হয়েছে ইরানের কেশম দ্বীপে। তবে পালটা জবাব দিতেও কোনও খামতি রাখেনি ইরান। জানা যাচ্ছে, আমেরিকার দুটি ড্রোন ভূপতিত হয়েছে ইরানে। আইআরজিসির তরফে জানানো হয়েছে, ইরানের দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকা থেকে উড়ে যাওয়ার সময় ওই ড্রোন দুটি গুলি করে নামানো হয়েছে। পাশাপাশি হরমুজের নিষিদ্ধ অঞ্চল দিয়ে যাওয়ার সময় ইরানের পেতে রাখা মাইনের কবলে পড়েছে ৩টি পণ্যবাহী ট্যাঙ্কার।

আইআরজির বরাত দিয়ে ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, আমেরিকার দুটি লুকাস ড্রোন ইরানের আকাশসীমায় ঢুকে পড়েছিল। দক্ষিণ উপকূলে বন্দর খামির এলাকায় ড্রোন দুটি গুলি করে নামানো হয়। এই বন্দর খামির ইরানের দক্ষিণ উপকূলের এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। হরমুজের উপর নজরদারি চালাতে কৌশলগতভাবে এলাকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের তরফে জানা গিয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে ৩টি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে মাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ওই ট্যাঙ্কার গুলি ইরানের চোখকে ফাঁকি দিতে অননুমোদিত পথ ধরে যাতায়াত করছিল। তখনই এই ঘটনা ঘটে।

এদিকে ড্রোন ভূপতিত হওয়া ও ট্যাঙ্কারে মাইন হানার ঘটনায় নতুন করে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, গোটা পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যেতে পারে। এই অবস্থায় আঞ্চলিক দেশগুলি চাইছে কাতারের মধ্যস্থতায় আলোচনায় বসুক দুই দেশ। খুলুক হরমুজের তালা। কাতারের বিদেশ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, সোমবার রাতে তেহরানে যাওয়া মধ্যস্থতাকারী দলটি দোহায় ফিরে এসেছে। তবে, দলটি ফিরে আসার পরেও ইরানের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। তিনি আরও বলেন, আঞ্চলিক ও উপসাগরীয় দেশগুলো উত্তেজনা বৃদ্ধির বিরোধিতায় একমত। উভয় পক্ষ এখন প্রস্তাবটি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করছে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করছে।

বলে রাখা ভালো, সম্প্রতি শান্তি আলোচনার জন্য ইরানকে চিঠি দিয়েছিল আমেরিকা। ট্রাম্পের নির্দেশে ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব মোহসেন রেজাইকে চিঠিটি দিয়েছেন ট্রাম্পের ডেপুটি জেডি ভ্যান্স। গত শনিবার মধ্যস্থতাকারী কাতারের মাধ্যমে ভ্যান্সের চিঠিটি রেজাইয়ের কাছে পৌঁছয়। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘নিউ ইয়র্ক টাইমসে’র প্রতিবেদন অনুযায়ী, চিঠিতে তেহরানকে সরাসরি বৈঠকে বসার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আলোচনার প্রধান বিষয় হবে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি। সূত্রের খবর, চিঠিতে সুনির্দিষ্ট কোনও শান্তি শর্তের পরিবর্তে আলোচনার একটি কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে। এরইমাঝে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিম এশিয়া।

এদিকে, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত কয়েকদিনে তেহরানের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন ধারাবাহিক অথচ সীমিত সামরিক হামলা চালিয়েছে। হরমুজ প্রণালীর কাছে অবস্থিত কেশম দ্বীপে হামলাও তারই অংশ বলে দাবি ওয়াকিবহাল মহলের। যদিও মার্কিন কর্মকর্তাদের দাবি, ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডস কোর একটি মার্কিন বিমানের ওপর গুলি চালানোর পরই পালটা জবাব হিসেবেই এই হামলা চালানো হয়েছে।



কাঁচাপাট মজুত করে কৃত্রিম সংকটের অভিযোগ, তদন্তের নির্দেশিকা রাজ্যের

শিফট কমানোয় চটকলগুলোকে সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাঁচাপাটের রেকর্ড উৎপাদনের বছরেও বাজারে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং চটকলগুলিতে কাঁচামালের সঙ্কটের অভিযোগে নড়েচড়ে বসল রাজ্য সরকার। কাঁচাপাট মজুত করে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে শ্রম দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে উৎপাদন কমার অজুহাতে হঠাৎ শিফট কমানো বা শ্রমিক ছাঁটাই না করার জন্যও চটকল কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছে রাজ্য। মঙ্গলবার নবান্নে চটশিল্পের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রের বিটুইল বস্তার বরাত কমে যাওয়ায় কয়েকটি চটকল দিনে মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত শিফটে উৎপাদন চালাচ্ছে। এর ফলে ঘণ্টাভিত্তিক মজুরি পাওয়া শ্রমিকদের আয় কমছে, পাশাপাশি ভবিষ্যনিধি ও কর্মচারী রাজ্য বিমার অবদানও কমে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের স্বার্থে স্বাভাবিক শিফট চালু রাখার বিষয়ে চটকলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি সরবরাহের ক্ষেত্রে আমদানি করা সুতো বা বস্তা ব্যবহার না করার বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে বলে সূত্রের দাবি।

বৈঠকে শিল্পপক্ষ জানায়, কেন্দ্রীয় সরকারি বরাত কমে যাওয়ায় উৎপাদন কমাতে বাধ্য হয়েছে তারা। শিফট পরিচালনা নিয়ে অভিন্ন নীতির জন্য লিখিত নির্দেশিকা এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে সংশোধিত সরবরাহ পরিকল্পনা ও মাসিক বরাত দ্রুত প্রকাশের দাবিও জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, চলতি মরশুমে প্রায় ৯২ লক্ষ বেল কাঁচাপাট উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকলেও বাজারে এখনও পর্যন্ত মাত্র প্রায় ৩০ লক্ষ বেল এসেছে। এর মধ্যেই টিডি-৫ মানের কাঁচাপাটের দাম ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের প্রায় আড়াই গুণে পৌঁছেছে। প্রশাসনের সন্দেহ, বিপুল পরিমাণ কাঁচাপাট এখনও কৃষক বা মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে মজুত রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে নিবন্ধিত কাঁচাপাট ব্যবসায়ীদের তালিকা যাচাই এবং জুট বেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তরে গিয়ে কোথায়, কত পরিমাণ কাঁচাপাট মজুত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শ্রম দপ্তরকে। তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

আগামী ৫ নভেম্বর জুট কমিশনারের ডাকা বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকে এই বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হবে। সেখানে শ্রম দপ্তরের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি ১৫ নভেম্বর জুট অ্যাডভাইজরি গ্রুপের বৈঠকে কাঁচাপাটের নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাবও বিবেচিত হওয়ার কথা রয়েছে। তবে শিল্পমহলের একাংশের মতে, শুধু মূল্য নির্ধারণ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। মজুতের উপর নজরদারি, স্টক যাচাই এবং প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়ানো না হলে বাজারে কাঁচাপাটের সরবরাহ স্বাভাবিক হবে না।

সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ব্যারাকপুরের বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ কার্যকর্তাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: একাধিক ইস্যুতে ব্যারাকপুরের বিধায়কের সঙ্গে দলীয় কার্যকর্তাদের মনোমালিন্য ক্রমশ বাড়ছে। প্রসঙ্গত, গত ২৭ অক্টোবর ব্যারাকপুরের প্রাক্তন পুরপ্রধান উত্তম দাসের বাড়িতে গিয়ে বিজয়ার সৌজন্য বিনিময় করেন বিজেপির ন্যাশনাল কাউন্সিলের প্রবীণ সদস্য অহিন্দ্রনাথ বসু, ব্যারাকপুর-২ মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় যাদব, রবীন মাল-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রাক্তন পুরপ্রধানের বাড়িতে দলীয় কার্যকর্তাদের সৌজন্য বিনিময়ের পরই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ব্যারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী। দলীয় কার্যকর্তা সঞ্জয় যাদবকে সমাজবিরোধী আখ্যা দিয়ে তোপ দাগেন বিধায়ক। মঙ্গলবার ব্যারাকপুর শান্তিবাজারে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিধায়কের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন দলীয় কার্যকর্তারা।

বিজেপির ব্যারাকপুর-২ মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় যাদব বলেন, বিধায়ক তাঁকে সমাজবিরোধী আখ্যা দিয়েছেন। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে বিধায়ককে তিনি লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন। তাঁর হুঁশিয়ারি, নোটিশের জবাব না পেলে পরবর্তীতে তিনি মানহানি মামলা করবেন। সঞ্জয়ের অভিযোগ, ব্যারাকপুরে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা চাইছেন বিধায়ক। প্রসিদ্ধ বিরিয়ানি ব্যবসায়ী-সহ একটি চোখের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে বিধায়ক টাকা চেয়েছেন। ওই বিরিয়ানি ব্যবসায়ী সর্বত্র অভিযোগ জানিয়েছেন।



প্রসঙ্গত, শনিবার রাতে খড়দার করাত কল এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার হয়েছেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিশাল জয়সওয়ালের গাড়ির চালক অভিজিৎ ভট্টাচার্য। এপ্রসঙ্গে সঞ্জয় যাদব বলেন, ধৃত গাড়ির চালক ওখানে আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচা করছিল, নাকি কাউকে প্রাণে মারার চক্রান্ত করেছিল। সেটা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

অপরদিকে বিজেপির ব্যারাকপুর-২ মণ্ডলের সভানেত্রী অনামিকা নাগ বলেন, বিধায়ক দলের মণ্ডল সভাপতিদের সঙ্গে যোগাযোগও রাখছেন না। এমনকি উনি মণ্ডল সভাপতিদের গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, তৃণমূল জমানায় ব্যারাকপুরে দলের মধ্যে মনোমালিন্য এতটা প্রকট ছিল না। কিন্তু দল ক্ষমতায় আসার পর মনোমালিন্য ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে উচ্চ নেতৃত্বকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

পেট্রোল পাম্পের ক্যাশ অফিসে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার সকাল পৌনে দশটা নাগাদ আচমকা আগুন লাগে নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ হালিশহর জেটিয়ায় রায় গেট সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্পের ক্যাশ অফিসে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। তবে কিভাবে ওই ক্যাশ অফিসে আগুন লাগল, তা জানা যায়নি। অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই পেট্রোল পাম্পের ওই ক্যাশ অফিসে আগুন লেগেছে। যদিও অল্পের জন্য রেহাই পেয়েছে পেট্রোল পাম্পটি।

পাম্পের ঝাড়ুদার অশোক প্রসাদ জানান, অগ্নিকাণ্ডের জেরে ক্যাশ অফিসে আটকে পড়েছিলেন পাম্পের ম্যানেজার। তাঁকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাম্পের পাশের দোকানদার সুরজিৎ মণ্ডল জানান, আচমকা দাউ দাউ জ্বলতে থাকে পেট্রোল পাম্পের ক্যাশ অফিস। তারা জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। আগুন লাগার খবর পেয়ে জেটিয়া থানার পুলিশ আসে। তারপর দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন আয়ত্তে আনে। সুরজিৎ জানান, আগুন লাগায় ক্যাশ কাউন্টারে ম্যানেজার আটকে পড়েন। উনি ৩০-৩৫ বছর ধরে ওই পাম্পে কাজ করছেন। কলপসিবল গেটের তালা ভেঙে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রাজ চক্রবর্তীর গলা নকল, লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিনেমায় অভিনয় বা টলিউডের বড় পর্দায় হিরো হওয়ার রঙিন স্বপ্নকে হাতিয়ার করে এবার সাইবার প্রতারণার এক অভিনব ফাঁদ পাতল জালিয়াতরা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে টলিউডের নামী পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর গলা হুবহু নকল করে এক যুবকের কাছ থেকে ধাপে ধাপে প্রায় দুই লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণী থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও অভিযোগকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এক যুবক সোশ্যাল মিডিয়া বা ফেসবুক ঘাঁটতে গিয়ে একটি নামি প্রযোজনা সংস্থার নামে তৈরি করা অত্যন্ত নিখুঁত একটি পেজ দেখতে পান। সেই ভুয়ো পেজে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, একটি ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে একটি বড় বাজেটের নতুন সিনেমা তৈরি হতে চলেছে এবং সেখানে নতুন মুখ বা অভিনয়শিল্পী নেওয়া হবে। সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পাওয়ার আশায় উচ্ছ্বসিত ওই যুবক পেজটিতে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকে তাঁকে একটি মোবাইল নম্বর দিয়ে দাবি করা হয় যে সেটি ওই ছবির পরিচালকের ব্যক্তিগত নম্বর। যুবক সেই নম্বরে ফোন করতেই ওপার থেকে এক ব্যক্তি নিজেকে পরিচালক রাজ চক্রবর্তী বলে পরিচয় দেয়। সাইবার জালিয়াতরা এতটাই নিখুঁত ভাবে কায়দাটি করেছিল যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিচালকের গলার স্বর হুবহু নকল করা হয়েছিল। ফলে ওই যুবক বিন্দুমাত্র বুঝতে পারেননি যে তিনি কোনও প্রতারকের সঙ্গে কথা বলছেন। এরপর প্রতারণার জাল আরও বিস্তার করতে শুরু হয় ধাপভিত্তিক অর্থ আদায়। প্রথম পর্যায়ে রেজিস্ট্রেশন বা এনরোলমেন্টের নামে যুবকের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা চাওয়া হয়। যুবক সুমিত কুমার নামের এক ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেই টাকা পাঠিয়েও দেন। পরের দিন জালিয়াতরা তাঁকে ফোন করে জানায় যে ছবিতে অভিনয়ের জন্য তাঁর 'প্রোফাইল শুট' করা হবে। সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে আরও ৯২ হাজার টাকা দাবি করা হয়। পুরো ঘটনাটিকে ১০০ শতাংশ বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হোয়াটসঅ্যাপে ওই নামী প্রযোজনা সংস্থার একাধিক জাল নথি এবং নতুন সিনেমায় ভালো চরিত্রে অভিনয়ের একটি চুক্তিপত্রও পাঠানো হয়। বিশ্বাস করে যুবক ৫০ হাজার ও ৪২ হাজার টাকা করে শুভজিৎ এবং অজিতা নামে আরও দু'টি আলাদা অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেন। এর পরের দিনই দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রোফাইল শুটের কথা বলে তাঁর কাছে আরও ৮৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়। সরল বিশ্বাসে যুবক সেই টাকাও শুভজিতের অ্যাকাউন্টেই ট্রান্সফার করেন।

এভাবে বারবার বিভিন্ন অছিলায় টাকা চাইতে শুরু করলে যুবকের মনে তীব্র সন্দেহ দানা বাঁধে। এরপর তিনি তাঁর কিছু পরিচিত মানুষের সঙ্গে পুরো বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং বুঝতে পারেন যে তিনি একটি বিশাল সাইবার জালিয়াতি চক্রের খপ্পরে পড়েছেন। এরপরই ওই যুবক বাঁশদ্রোণী থানায় সাইবার প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। যে সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যেমন সুমিত, শুভজিৎ ও অজিতা নামের অ্যাকাউন্ট এবং মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে টাকা লেনদেন হয়েছে, সেগুলির সূত্র ধরে জালিয়াতদের আসল পরিচয় এবং তাদের অবস্থান শনাক্ত করার জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছে তদন্তকারী আধিকারিকেরা।

পুলিশের জালে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' চক্রের পান্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন: একাধিক রাজ্যজুড়ে কোটি কোটি টাকার সাইবার জালিয়াতি এবং ভয় দেখিয়ে টাকা হাতানোর কারবার চালানোর অভিযোগে অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল আন্তর্জাতিক চক্রের অন্যতম মূল পান্ডা শেখ সাবির। মঙ্গলবার ভোররাতে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন অভিবাসন দপ্তরের আধিকারিকরা। সাবির কলকাতা থেকে চম্পট দিয়ে দুবাই পালানোর ছক কষেছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে কর্নাটক পুলিশ ও সিআইডির জারি করা 'লুক আউট' নোটিস থাকায় অভিবাসন দপ্তরের তৎপরতায় ভেস্তে যায় তার বিমানযাত্রার সব পরিকল্পনা।

পুলিশ সূত্রের খবর, গত কয়েক মাস ধরেই কর্নাটক এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল একটি সুসংগঠিত সাইবার অপরাধী চক্র। সম্প্রতি বেঙ্গালুরু সিটি সাইবার ক্রাইম থানায় একাধিক ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগকারীদের দাবি, সাবির ও তার গ্যাং ডিজিটাল অ্যারেস্ট অর্থাৎ সিবিআই, ইডি বা কেন্দ্রীয় কোনও সংস্থার অফিসার পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভিডিও কলে আটকে রেখে আইনি জটিলতার ভয় দেখাত। ভয় পেয়ে ভুক্তভোগীরা কোটি কোটি টাকা তুলে দিতেন এই প্রতারকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। তদন্তে নেমে কর্নাটক পুলিশ ও সিআইডি জানতে পারে, ঘটনার মূলে রয়েছে এই শেখ সাবির। এদিকে অভিযুক্তের সন্ধানে কর্নাটক পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে হন্যে হয়ে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়েও তার কোনো খোঁজ পায়নি। চতুর সাবির বারবার নিজের ডেরা বদল করছিল।

স্টার্টআপ আড্ডার অক্টোবর মিটআপ সফল ভাবে অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্টার্টআপ আড্ডার উদ্যোগে অক্টোবর মিটআপ গত শনিবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে সফল ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ৩০ জনেরও বেশি স্টার্টআপ ফাউন্ডার ও উদ্যোক্তা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত উদ্যোক্তারা তাঁদের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা, নতুন ভাবনা, উদ্যোগ পরিচালনার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তুলে ধরেন।



CHANGE OF NAME

I, **Sonal Sarda**, W/o Tanuj Khemani, resident of 32, Deodar Rahaman Road, Lake Gardens, Kolkata-700045 do hereby declare that I have changed my name from **Sonal Sarda** to **Sonal Khemani** and henceforth I shall be known as **Sonal Khemani** in all purpose, vide Affidavit No. 187539 sworn before the Notary Public at Kolkata on 02nd November 2026. **Sonal Khemani** and **Sonal Sarda** both are same and one identical person.

Change of Name

I, N. KRISHNA RAO S/O N. Kartick Rao residing at 63/3, Tarafdar Para Road, P.O. Athpur, (North) 24 Pargana (W.B) 743128, have changed my name from N. Krishna Rao S/o N. Kartick Rao to Neelam Krishna Rao S/o N. Kartick Rao vide affidavit Serial No. 62, Dated 05.10.2026 in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore that my actual and correct name is NEELAM KRISHNA RAO S/O N. KARTICK RAO & N. Krishna Rao S/o N. Kartick Rao is same.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত ইংরাজী 06/05/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 11737 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sk. Sadiq Ali, S/o. Sk. Shukur Ali, R/o. Keota Shyamsundarpur, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতার সঠিক নাম Sk. Shukur Ali, যাহা আমার জন্ম সার্টিফিকেটে লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Sk. Shukur Ali & Sukur Ali Sekh & Sukur Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, যে নামগুলি আমার সকল নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 03/11/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, সদর, কোর্টে 25862 নং এফিডেভিট বলে আমি Mira Devi (old name), W/o. Ramji Lal Agarwal, R/o. Basumohalla, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mira Devi নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mira Debi Agarwal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Mira Debi Agarwal & Mira Devi, W/o. Ramji Lal Agarwal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Sima Agarwal.

গত 30/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 25627 নং এফিডেভিড বলে আমি Malay Malik S/o. Basudeb Malik ও Moloy Malik S/o. B. Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 03/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 25926 নং এফিডেভিড বলে আমি Mohammad Ferazuddin Haider S/o. Md Mohinuddin Haider ও Mohd Ferazuddin Haider S/o. Late Md. Mohinuddin Haider সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 03/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 25913 নং এফিডেভিড বলে আমি Prashanta Kumar Ghosh ও Prasanta Ghosh S/o. Nimai Chandra Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Minnar Hossain Karikar গ্রাম ও পোঃ বিক্রমপুর, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ গত ইং ১৫/১০/২০২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর Judical Magistrate 1st Class কোর্টের এফিডেভিট বলে আমার কন্যা Minakhi Khatun এবং Minakhe Khatun এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হল।

নাম-পদবী

আমি Urmila Karikar W/o Minnar Hossain Karikar গ্রাম ও পোঃ বিক্রমপুর, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ গত ইং ১৫/১০/২০২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর Judical Magistrate 1st Class কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Urmila Karikar এবং Urmila Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী বিপুল মজুমদার**, পিতা ৺দেবু চরণ মজুমদার, **২)শ্রীমতী অনিমা মজুমদার**, স্বামী শ্রী বিপুল মজুমদার, উভয়ের সাকিম কেওটা সংহতি পল্লী, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়/মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ০৪/০৪/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-02921/2023** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী তারাদেবী পাশী**, স্বামী শ্রী রাজ কুমার পাশী, সাকিম বাঁশবেড়িয়া সাহেব বাগান, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ৭ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক ৮৩৭ তথা হাল এল.আর. ১৬৮৬ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৫০০২ তথা হাল এল.আর. ৫০২ নং দাগে শালি জমি, ২ কাঠা ০৩ ছটাক ১০ বর্গফুট আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে **১ কাঠা ০১ ছটাক** সম্পত্তি বিগত ইং ২৯/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-06785/2025** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী সুনিতা চৌধুরী**, স্বামী শ্রী দুলাল চন্দ্র চৌধুরী, সাকিম দেবানন্দপুর, নলডাঙ্গা, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন এবং ক্রেতা **শ্রীমতী সুনিতা চৌধুরী**, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **মগরা-চুঁচুড়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী, 8145852335

নাম-পদবী

আমি Minnar Hossain Karikar S/o- Osturali Karikar গ্রাম ও পোঃ বিক্রমপুর, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া, পঃবঃ গত ইং ১৫/১০/২০২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর Judical Magistrate 1st Class কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Minnar Hossain Karikar এবং Minnar Hossen Karikar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম।

SUBIKASH ROY, Date of Birth 28.12.1991, S/o Lt. Bisu Roy residing at 16 Adhar Das Road, P.S.- Budge Budge, South 24 Parganas, Kolkata-700137 do hereby declare that my collected name is SUBIKASH ROY, Date of Birth 28.12.1991, this is recorded in voter card pan card and Aadhar card. Due to mistake, in my Driving License No. WB20 20110349803 my name has been wrongly recorded as SUBIKASH RAY, Date of Birth 28.12.1981, instead of SUBIKASH ROY, Date of Birth 28.12.1991. I further declare vide Affidavit No. 92980 dated 30.10.2026 sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata, WB that SUBIKASH ROY and SUBIKASH RAY are the same and one identical person.

হারানো বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **ফিরোজ আহমেদ** (আধার নং- ৬০৩৩ ২৮৯৬ ২২৪৬), পিতা - আদম আলি মন্ডল, সাং - কালিকাপুর, পোঃ - সদরপুর - বেহালা, থানা - হাড়োয়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, আমার মক্কেল তার বাবার নামীয় দলিলটি যার Book No- I, Volume No- 110, Page No – 265 to 268, **Deed No – 9749 for 1981**. S.R.O. Office Deganga মৌজা - কালিকাপুর, দাগ নং - ৭৮, জমির পরিমান - ১০ শতক, গ্রামের রাস্তায় জেরক্স করতে যাওয়ার সময় হারিয়ে যায়। ইং - ১১/০৯/২০২৬ তারিখ শুক্রবার আনুমানিক সকাল ১০টা নাগাদ। এখনও পর্যন্ত অনেক খোঁজা খুজির পরও আমার মক্কেল সেটি পাই নাই। তৎপর আমার মক্কেল হাড়োয়া থানাতে জি.ডি করেন, যাহার নং - ৬২৯, তারিখ ১০/১০/২০২৬। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 15 দিনের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

যোগাযোগ:-ফিরোজ আহমেদ গ্রাম-কালিকাপুর, পোস্ট -সদরপুর বেহালা, থানা-হাড়োয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, মোবাইল নাম্বার – ৯৭৩৩৭ ৮৭৬৪৭

AKHTAR ISLAM, Advocate
Barasat Judge's Court, North 24 Pgs.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, ১) শ্রী বিমল দাস ২) শ্রী কমল দাস ৩) শ্রী সুবল দাস ৪) শ্রী শ্যামল দাস সর্ব্ব পিতা- স্বর্গীয় খগেদ্র দাস ও ৫) শ্রীমতী লক্ষীরানী দাস স্বামী-স্বর্গীয় খগেদ্র দাস, সর্ব্ব সাং-সারসা পোঃ-সালুয়া, থানা-খড়গপুর লোকাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৪৫ জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়গপুর লোকাল, ভেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, মৌজা- সারসা, জে.এল. নং- ১৬৪, এল.আর খতিয়ান নং-১৪০/৩, আর এস ও এল আর দাগ নং-৬৪ দাগে ৮৪ ডেঃ সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ১) শ্রী সরোজ মাহাত পিতা- শ্রী হরেন্দ্রনাথ মাহাত সাং-পূর্ব ভুরকুন্ডি পোঃ-সালুয়া, থানা-খড়গপুর লোকাল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৪৫, ২) শ্রী কমল ঘোষ পিতা- শ্রী মৃগাঙ্কনাথ ঘোষ সাং- তেলিঘানা পোঃ-সালুয়া, থানা-খড়গপুর লোকাল, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১৪৫, মাহশয়দ্বয়কে গত ইংরাজীর ১৬.১২.২০২১ তারিখে A.D.S.R Kharagpur আফিসের Book No-I, being No-100207843, রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার দ্বারা নিযুক্ত করিয়াছেন।

যদি উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যাপারে কাহার কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে সমুহ কাগজাদি সহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানাতে হবে, যার পরে কোনো দাবি থাকলে তা মওকুফ বলে গণ্য করা হবে এবং পরবর্তী কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।

ক্ষীতিমোহন কর্মকার
অ্যাডভোকেট
বনগাঁ সাব-ডিভিশনাল কোর্ট
মোবাইল নং : ৮২৫০৯৪৭২৫৮

জেলা - দঃ ২৪ পরগণা, থানা - বিষ্ণুপুর, সাং - জয়চন্ডীপুরের বাসিন্দা (দাতা) ১। শ্রীমতি সুমনা ব্যানার্জী, ২। সায়নী ব্যানার্জী উভয়ের বাবা ˚সুব্রত ব্যানার্জী। গত ইংরাজী ২৩.০৩.২০২৬ তারিখে আলিপুর DSR-V অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১নং বহির ১৬৩০-২০২৬ নং ভল্যুমে ৫২১৪০-৫২১৬০ নং পাতায় লিখিত ২০২৬ সালের ১৬৩০০১৬৯৪ আমমোক্তারনামা দলিল বলে প্রাপ্ত হইলাম আমি গ্রহিতা বিপ্লব সামন্ত পিতা - বিমল সামন্ত, সাং - খাসটিকা বাখরাহাটের বাসিন্দা বাঁশরী দত্ত স্বামী সিদ্ধার্থশংকর দত্ত। মৌজা - জয়চন্ডীপুর, জে.এল. নং ৫০, দাগ নং - ৮০৩। ২০২৬ সালে ৪৬৩০ নং দলিল মূলে বিষ্ণুপুর রেজিস্টি অফিস হইতে খরিদ সূত্রে বিপ্লব সামন্ত হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এখন আমি উক্ত জমিটা Bishnupur II B.L. & L.R.O. হইতে রেকর্ডভুক্ত করতে চাই। তাহাতে কারোর আপত্তি থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে Bishnupur II B.L. & L.R.O. Office এ যোগাযোগ করতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে আমার মক্কেল, কোন্ডাকা রবি রাও, পিতা- প্রয়াত কোন্ডাকা সুব্বা রাও, বালি, পোঃ এবং থানা বালি, জেলা হাওড়া-৭১১২০১-এ বসবাসকারী, ইউনিমাস ডেভলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর ডিরেক্টর, এ.ডি.এস.আর. বারুইপুর-এর অফিসে নিবন্ধিত এবং ২০১১ সালের জন্য ০৩০৫৬ নং হিসাবে বুক নং ১-এ রেকর্ড করা আসল ডিড অফ কনভিয়েন্স হারিয়ে ফেলেছেন এবং ২১.০৭.২০২০ তারিখে বারুইপুর পুলিশ স্টেশনে জি.ডি. এন্ট্রি নং ১৬৪৮ অনুযায়ী একটি জেনারেল ডায়েরি দায়ের করেছেন।

উক্ত বিষয়ে কোনো দাবি, অংশ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ বা কোনো ধরনের আপত্তি থাকা যে কোনো ব্যক্তিকে এই তারিখ থেকে ১০ দিনের (দশ দিন) মধ্যে সহায়ক প্রামাণ্য নথিপত্র সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে হবে, যার পরে কোনো দাবি থাকলে তা মওকুফ বলে গণ্য করা হবে এবং পরবর্তী কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।

ক্ষীতিমোহন কর্মকার
অ্যাডভোকেট
বনগাঁ সাব-ডিভিশনাল কো

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৪ নভেম্বর ২০২৬, ১৭ কার্তিক ১৪৩৩, বুধবার

রাজনৈতিক হতাশা থেকেই বিরোধীদের অরাজকতা: স্মৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশজুড়ে 'ইন্ডি' জোটের আন্দোলন আদতে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করার চেষ্টা এবং দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুললেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। মঙ্গলবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক থেকে দেশ তথা রাজ্যের বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সুর চড়ালেন বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি।

ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের আপত্তির কড়া সমালোচনা করে তিনি স্পষ্ট জানান, ব্যালট বা ইভিএম নয়, বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের একমাত্র বৈধ পথ হল নির্বাচন। এদিন ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক বলে দাবি করে স্মৃতি ইরানি বলেন, এসআইআর একটি নিয়মতান্ত্রিক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া। তাঁর বক্তব্য, প্রতিটি বুথে বিএলওরা একাধিকবার ভোটারদের বাড়ি গিয়ে যাচাই করেছেন এবং এই প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলগুলিরও প্রায় ২০ লক্ষ বুথ লেভেল এজেন্ট যুক্ত ছিলেন।

এই প্রসঙ্গেই বিরোধীদের কাঠগড়ায় তুলে তিনি প্রশ্ন করেন, বিরোধীরা যদি এই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তা হলে তাঁদের নিজেদের বুথ লেভেল এজেন্টদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে হবে। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে তাঁর দাবি, তালিকায় থাকা মৃত, ডুপ্লিকেট এবং ঠিকানা বদল হওয়া ভোটারদের নামই নিয়ম মেনে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে কংগ্রেস ও তৃণমূলকে নিশানা করে তিনি বলেন, মৃত ও ডুপ্লিকেট ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় রেখে দেওয়ার জন্য কংগ্রেস ও তৃণমূল এত মরিয়া কেন? এছাড়াও বাংলার বুথ স্তরে বিজেপি এজেন্টদের ওপর হামলা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রসঙ্গ তুলে স্মৃতি ইরানি অভিযোগ করেন, মালদার গুলিচালনা, বিডিও অফিসে ভাঙচুর ও অগ্নিমিত্রা পালের গাড়ির নথি পুড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। তবে এই প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ থামেনি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এত বাধা সত্ত্বেও রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

একই সঙ্গে তিনি যোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে এই প্রক্রিয়া সঠিক ভাবে সম্পন্ন করা গেলে আরও ৩০ লক্ষের বেশি নাম বাদ পড়ত। এদিন বিরোধীদের নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপানোর অভ্যাসের তীব্র সমালোচনা করে তিনি জানান, ২০১৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ার আগেই কংগ্রেস ৫৬টি বিধানসভা নির্বাচনে হেরেছে। স্মৃতি ইরানির কটাক্ষ, একসময় ইভিএমকে দোষারোপ করত, আর এখন নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করছে। এছাড়াও মঙ্গলবার 'রেজিম চেঞ্জ' ও দিল্লির সমাবেশ নিয়ে তোপ দাগেন স্মৃতি। দিল্লিতে বিরোধীদের সমাবেশ থেকে ওঠা



'রেজিম চেঞ্জ' বা শাসনভার বদলের স্লোগানের তীব্র বিরোধিতা করেন এই বিজেপি নেত্রী। ভারতকে 'রেজিম' হিসেবে উল্লেখ করার মানসিকতাকে আঘাত করে তিনি বলেন, ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, কোনও 'রেজিম' নয়।

বিরোধীদের এই আন্দোলনকে কটাক্ষ করে হিন্দি শায়েরির সুরে তিনি বলেন, উম্মীদ পে উনকি দুনিয়া কায়েম হ্যায়, লেকিন হামারি দুনিয়া লোকতন্ত্র পে কায়েম হ্যায়। এছাড়াও দিল্লির সমাবেশে ১০০ জনের বেশি পুলিশকর্মী আহত হওয়া এবং মহিলা পুলিশ আধিকারিককে হেনস্থার ঘটনাকে তিনি রাজনৈতিক অরাজকতা বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, রাজনৈতিক হতাশা থেকেই বিরোধীদের এই অরাজকতার রাজনীতি। পাশাপাশি বিরোধীদের মঞ্চে অতীতে মাওবাদী বা জঙ্গি কার্যকলাপ সমর্থনকারীদের উপস্থিতির দিকে আঙুল তোলেন স্মৃতি ইরানি। ছত্তিশগড়ে জওয়ানদের মৃত্যুর পর উল্লাসকারীদের সঙ্গে বিরোধীদের হাত মেলানো এবং রাহুল গান্ধির লন্ডন সফর বা মণিশঙ্কর আইয়ারের পাকিস্তান সফরের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বিদেশি মদতের অভিযোগ তোলেন।

তাঁর প্রশ্ন, একজন বিরোধী দলনেতা কী ভাবে অন্য দেশে গিয়ে সেখানকার অর্গানাইজেশন , এনজিও এবং রাজনৈতিক মহলের কাছে দেশের নির্বাচিত সরকারকে সরানোর জন্য সমর্থন চাইতে পারেন? শুধু তাই নয় এদিনের বক্তব্যে তিনি দিল্লিতে 'ইন্ডি' জোটের ঐক্যকে 'দ্বিচারিতা' বলে উল্লেখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অধীর চৌধুরী ও মহম্মদ সেলিমকে বাংলায় একসঙ্গে পদযাত্রা করার চ্যালেঞ্জ ছোঁড়েন। তিনি বলেন, দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস ও বামপন্থীরা এক মঞ্চে উপস্থিত হলেও পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের মধ্যে সেই ঐক্য দেখা যায় না। এই জোটের অহংকারকে আক্রমণ করে তাঁর মন্তব্য, রশি জ্বলে গেলেও দম্ভ যায় না।

এছাড়াও এদিন রাহুল গান্ধির 'মক পার্লামেন্ট' কর্মসূচির সমালোচনা করে তিনি মনে করিয়ে দেন, সংসদ দেশের গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিজেপির 'নেশন ফার্স্ট' বা 'দেশ আগে' নীতির কথা উল্লেখ করে বন্দে মাতরম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বন্দে মাতরম শুধুমাত্র ইতিহাসের বিষয় নয়, এটি জাতীয় আবেগ, সংকল্প এবং মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক। আগামী ২০২৭ ও ২০২৯ সালের নির্বাচন প্রসঙ্গে বিরোধীদের সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে স্মৃতি ইরানি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, মোদী কোথাও যাবে না। নেতৃত্বের আসল সংজ্ঞা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, নেতৃত্ব সেই ব্যক্তিই দেন, যিনি মানুষের সেবা করেন। দেশের ৯০ কোটি ভোটারকেই গণতন্ত্রের আসল প্রহরী উল্লেখ করে শেষ বার্তায় তিনি বলেন, দেশের জাগ্রত জনতা কখনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করার কোনও প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেবে না।

শূন্যের সঙ্গে শূন্যের যোগফল শূন্যই, বাম-কং-তৃণমূলকে তোপ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন পুরসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজ্যের তিন বিরোধী দলকে একসঙ্গে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কলকাতা ও হাওড়া পুরভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও, রাজনৈতিক ভাবে রাজ্যের বিরোধী শিবিরকে উদ্দেশ্য করে রাজনৈতিক আক্রমণ অব্যাহত রাখলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

তিনি রাজ্যের তিন বিরোধী, কালীঘাট তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরী এবং বামফ্রন্টের মহম্মদ সেলিমের প্রতি একসঙ্গে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। তাঁর দাবি, এই তিন নেতা যেন নিজেদের মতপার্থক্য ভুলে অন্তত একবারের জন্য হলেও একসঙ্গে রাজপথে নেমে সাধারণ মানুষের কাছে ভোট চায়। তাঁরা যেন মানুষের কাছে গিয়ে বলে, জ্ঞানেশ কুমার ভোট চুরি করেছে। এছাড়াও বিজেপি রাজ্য সভাপতির স্পষ্ট দাবি, এ রাজ্যে বর্তমানে বাস্তবসম্মত কোনও বিরোধী শক্তির অস্তিত্ব নেই।



রাজনৈতিক কর্মসূচিতে একসঙ্গে থাকার পাশাপাশি জনমানসে গিয়ে যৌথ ভাবে প্রচারের পরামর্শও দেন তিনি।

বিরোধীদের বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থানকে কটাক্ষ করে রাজ্য বিজেপি সভাপতির বক্তব্য, এতদিন একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করার পর আজ তাদের প্রতীক, পরিচয়, আশ্রয় কিংবা আর্থিক পরিকাঠামো, কোনও কিছুরই সঠিক ভিত্তি নেই। পাশাপাশি ভোটার তালিকা সংশোধন বা 'এসআইআর' প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে যখন বিরোধীরা সরব, তখন বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যান শমীক ভট্টাচার্য।

তাঁর মতে, বিরোধীদের উচিত প্রকাশ্য রাস্তায় নেমে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সরব হওয়া। তিনি আরও দাবি করে বলেন, রাজ্যে হওয়া এসআইআর প্রক্রিয়াটি আজও অসম্পূর্ণ। যদি সঠিক নিয়মে যাচাই করা হয়, তবে ভোটার তালিকা থেকে আরও বহু ভুয়ো নাম বাদ দেওয়া সম্ভব হবে। তাই রাজ্যে নতুন করে এই প্রক্রিয়া শুরুর পক্ষে সওয়াল করেন শমীক। পাশাপাশি নির্বাচনী জোট ও ফলাফল প্রসঙ্গে তিনি তাদের একার শক্তিতে লড়াইয়ের সিদ্ধান্তকেই পুনরায় তুলে ধরেন। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের ওয়ার্ড ভিত্তিক ফলাফলকে হাতিয়ার করে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, শূন্যের সঙ্গে শূন্য যোগ করলে ফলাফল শেষ পর্যন্ত শূন্যই আসে। তাঁর মতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি একক বা যৌথ ভাবে যত চেষ্টাই করুক না কেন, কলকাতা এবং হাওড়া, দুই পুরসভাই শেষ পর্যন্ত বিজেপির দখলে আসবে বলে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

পুরসভায় ১০০ শতাংশ ওয়েভার স্কিম সত্ত্বেও মুখ ফেরাচ্ছে কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাখির চোখ ছিল পুরসভার ৭৮৪ কোটি টাকার কর আদায়। এদিকে তথ্য বলছে, প্রায় চার লক্ষ করদাতার মাথার ওপর ঝুলছে প্রায় পৌনে সাত হাজার কোটি টাকার বকেয়া সম্পত্তি করের বোঝা। এই বিপুল অঙ্কের বকেয়া আদায়ে ১০০ শতাংশ সুদ ও জরিমানা মকুবের লোভনীয় 'ওয়েভার-স্কিম' চালু করেছে কলকাতা পুরসভা। কিন্তু এত বড় ছাড়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গত তিন সপ্তাহে মাত্র শ'পাঁচেক করদাতা সাড়া দিয়েছেন, যা নিয়ে পুরসভার অন্দরে জল্পনা তুঙ্গে।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, মহানগরে এই মুহূর্তে সম্পত্তি কর বকেয়া রয়েছে এমন করদাতার মোট সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৮৮ জন। তাঁদের বকেয়া অর্থের পরিসংখ্যানটি রীতিমতো নজরকাড়া। কারণ, সেখানে দেখা যাচ্ছে, মূল সম্পত্তি কর ৬,৮৫৪.২৯ কোটি টাকা, জরিমানা ৪০১.৩৮ কোটি টাকা আর সুদ ৩,৩১৪.১৩ কোটি টাকা। এই পাহাড়প্রমাণ বকেয়া দ্রুত কোষাগারে টানতে পুজোর আগে গত ৮ অক্টোবর থেকে ১০০ শতাংশ সুদ ও জরিমানা মকুবের বিশেষ 'ওয়েভার-স্কিম' ঘোষণা করেছিল পুরসভা।

তবে নাগরিকদের এই অনীহার কারণ হিসেবে যে তথ্য সামনে আসছে তা হল, দীর্ঘদিন ধরে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নির্বাচিত কাউন্সিলর না থাকা এবং ওয়ার্ড অফিসগুলি থেকে প্রয়োজনীয় পুরপরিষেবা না পাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। এর জেরে নাগরিকরা পুরপ্রশাসন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। অন্যদিকে, পুরকর্তাদের একাংশের দাবি, পুজোর ছুটি এবং উৎসবের মরশুমের জন্যই মানুষ শুরুতে এই স্কিমে নজর দিতে পারেননি। তবে নাগরিকদের এই উদাসীনতা কাটাতে এবার একেবারে 'ডোরস্টেপ সার্ভিস' বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভা। অ্যাসেসমেন্ট দপ্তর সূত্রে খবর, মহানগরের যে সমস্ত বেসরকারি ও অবাণিজ্যিক করদাতার বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি কর বকেয়া রয়েছে, তাঁদের ইতিমধ্যেই নোটিস পাঠানো হচ্ছে।

নভেম্বর মাসের মধ্যে বকেয়া কর জমা না-দিলে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই করদাতাদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছবেন পুরসভার অ্যাসেসমেন্ট সুপারভাইজার ও ট্যাক্স কালেক্টরেরা। পুরসভার ট্রেজারি বিভাগের এক আধিকারিক এই প্রসঙ্গে জানান, 'অনেক সময় গৃহস্থের ঘরে প্রবীণ নাগরিকরা অনলাইনে কর দিতে চাইলেও প্রযুক্তিগত জটিলতার কারণে তা পারেন না। তাঁদের সহায়তার জন্য পুরকর্মীরা এবার সরকারি ল্যাপটপ সঙ্গে নিয়ে সরাসরি বাড়ির দরজায় উপস্থিত হবেন। সেখানে পোর্টাল খুলে কিউআর-কোড স্ক্যান করে সঙ্গে সঙ্গে পেমেন্ট করিয়ে 'ওয়েভার-স্কিমে'র ছাড় পাইয়ে দেওয়া হবে।' এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কলকাতার ইতিহাসে এই প্রথম ঘরে ঘরে গিয়ে এমন ডিজিটাল করসংগ্রহের পরিষেবা দিতে চলেছে পুরসভা।

এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, প্রাথমিক ধাক্কা সামলে আগামী দিনে প্রচারের ঝাঁজ আরও বাড়াতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। আর সেই কারণে শীঘ্রই সংবাদমাধ্যমের বিজ্ঞাপন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বিশেষ প্রচার চালিয়ে নাগরিকদের এই সুযোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হবে।

পুজোয় ডিউটির টাকা না-মেলায় পুর স্বাস্থ্য আধিকারিককে ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোয় দিনরাত শহরের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে স্বাভাবিক রেখেছিলেন যাঁরা তাঁদেরকেই দেওয়া হচ্ছে না প্রতিশ্রুতি মতো প্রাপ্য অর্থ। বরং উলটে একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কাজের বদলে টাকা মিলবে না, দেওয়া হবে সামান্য কিছু ছুটি। কলকাতা পুরসভার এই সিদ্ধান্তের পরই ক্ষুব্ধ স্বাস্থ্য বিভাগের চুক্তিভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মীরা। এরপরই চুক্তিভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মীদের তরফ থেকে বকেয়া টাকা মেটানো ও স্থায়ীকরণের দাবিতে মঙ্গলবার পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের ঘর ঘিরে চলে টানা বিক্ষোভ ও স্লোগান।

পুরসভা সূত্রে খবর, উৎসবের দিনগুলিতে মহানগরের স্বাস্থ্য পরিষেবা সচল রাখতে দুর্গাপুজোর টানা ১০ দিন (১৫ থেকে ২৬ অক্টোবর) বিশেষ ডিউটি করতে হয়েছিল এই চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে মোট ৬৮৭ জন এমন চুক্তিভিত্তিক কর্মী কর্মরত। প্রতিদিনের কাজের জন্য তাঁদের দৈনিক ৪৮৭ টাকা হারে পাওয়ার কথা ছিল। সেই হিসাব অনুযায়ী, ১০ দিনের বকেয়া হিসেবে প্রত্যেক কর্মীর পাওয়ার কথা ছিল মোট ৪ হাজার ৮৭০ টাকা। কিন্তু অভিযোগ, পুজো শেষ হতেই পুর কর্তৃপক্ষের তরফে জারি করা নতুন সার্কুলারে জানানো হয়, এই কাজের বিনিময়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা কোনো অতিরিক্ত অর্থ পাবেন না। পরিবর্তে তাঁদের মাত্র পাঁচ দিনের ছুটি দেওয়া হবে, আর

পুরসভা সূত্রে খবর, উৎসবের দিনগুলিতে মহানগরের স্বাস্থ্য পরিষেবা সচল রাখতে দুর্গাপুজোর টানা ১০ দিন (১৫ থেকে ২৬ অক্টোবর) বিশেষ ডিউটি করতে হয়েছিল এই চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগে মোট ৬৮৭ জন এমন চুক্তিভিত্তিক কর্মী কর্মরত। প্রতিদিনের কাজের জন্য তাঁদের দৈনিক ৪৮৭ টাকা হারে পাওয়ার কথা ছিল। সেই হিসাব অনুযায়ী, ১০ দিনের বকেয়া হিসেবে প্রত্যেক কর্মীর পাওয়ার কথা ছিল ৪ হাজার ৮৭০ টাকা।

বাকি পাঁচ দিনের কাজ ধরা হবে সাধারণ ডিউটি হিসেবেই।

এই সিদ্ধান্ত সামনে আসতেই মঙ্গলবার সকালে কাজ ফেলে পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের ঘরের সামনে জড়ো হন ২০০রও বেশি স্বাস্থ্যকর্মী। ঘরের বাইরে বসে পড়ে শুরু হয় অবস্থান বিক্ষোভ। আন্দোলনকারী এক কর্মীর কথায়, 'পুজোর মুখে আমাদের দিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি করিয়ে নেওয়া হলো। আশা ছিল, পুজোর পর দিনরাতের শ্রমের পাওনা টাকাটা হাতে পাব। আর এখন বলা হচ্ছে পয়সা দেওয়া হবে না, ছুটি দেওয়া হবে! আমরা ছুটি নিয়ে কী করব? সংসার চালাতে আমাদের টাকার দরকার, ছুটির নয়। যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেই টাকা আমাদের অবিলম্বে দিতে হবে।'

আর এক আন্দোলনকারী স্বাস্থ্যকর্মীর গলাতেও একই সুর। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, 'করোনা মহামারীর প্রাণঘাতী দিনগুলি থেকে শুরু করে ডেঙ্গুর দিনগুলিতে আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শহরের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। যে কোনো বিপদে-আপদে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের আসল হালটা তো আমরাই ধরি! কিন্তু বিনিময়ে পাই শুধু বঞ্চনা। দিনের পর দিন কাজ করিয়েও আমাদের প্রাপ্য পাওনাটুকু দেওয়া হয় না। আজ হঠাৎ করে কেন এমন নির্দেশিকা জারি করা হল? আমাদের দাবি একটাই, সম কাজে সম বেতন দিতে হবে এবং এই চুক্তিভিত্তিক কাজের অবসান ঘটিয়ে দ্রুত স্থায়ীকরণ করতে হবে।'

এদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে অবস্থান বিক্ষোভ। বিক্ষোভের জেরে কিছুক্ষণের জন্য থমকে যায় পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের স্বাভাবিক কাজকর্মও।

আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, অবিলম্বে এই বিতর্কিত নির্দেশিকা বাতিল করে পাওনা টাকা না-মিটিয়ে দিলে এবং চাকরির স্থায়ীকরণ ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত দাবি মানা না-হলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও বড় আকার ধারণ করবে। তবে এ বিষয়ে পুর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সুজিত বসুকে নিয়ে ইডিকে সুপ্রিম নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর্থিক তছরুপ ও নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চরম বিপাকে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধাননগরের প্রাক্তন বিধায়ক সুজিত বসু। হাইকোর্টে জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার পর শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলেও এখনই মিলল না স্বস্তি। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে সুজিত বসুর জামিনের আবেদনের শুনানিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে নোটিস পাঠাল দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ইডির স্পষ্ট বক্তব্য জানতে চেয়ে জবাব তলব করেন বিচারপতিরা। আইনজ্ঞদের মতে, ইডির সেই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই জামিন সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে আদালত। ফলে আশার আলো দেখা গেলেও, আসন্ন কালীপুজোর আগে সুজিতের জেলমুক্তি হবে কি না, তা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হল।



মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি ভাড়ালের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। দু'পক্ষের আইনজীবীদের দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের পর শীর্ষ আদালত ইডির মতামত জানতে চেয়ে নোটিস জারি করার নির্দেশ দেয়।

কমিশন বনাম ট্রাইব্যুনাল বিচারকদের সংঘাতে থমকে পুরভোটের প্রস্তুতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রশাসনিক কাজের ঠিক প্রাক্কালেই এক অভিনব দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের বিচারকরা। পোর্টালে লগইন করাকে কেন্দ্র করে কমিশন ও বিচারকদের এই বিরোধের জেরে ভোটের আগে নাম সংশোধনের কাজ থমকে যাওয়ার জোরালো আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

সূত্রের খবর, ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা ও নাগরিকদের নাম সংক্রান্ত কাজ পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট পোর্টালে লগইন করতে হয়। এই লগইন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যই শুরু হয় যত বিপত্তি। এদিকে প্রথম দফায় কমিশনের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, পোর্টালে লগইন করার জন্য বিচারকদের বাধ্যতামূলকভাবে আধার অথেনটিকেশন করতে হবে। কিন্তু ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা এবং বিচার বিভাগীয় সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ট্রাইব্যুনালের বহু বিচারক সেই নির্দেশ মানতে সরাসরি অস্বীকার করেন। আধার তথ্য দিতে রাজি না-হওয়ায় তাঁরা কমিশনের পোর্টালে লগইন করাও বন্ধ রাখেন।

এই ঘটনার প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় কেটে যাওয়ার পর, সম্প্রতি কমিশন একটি নতুন বিকল্প পেশ করে। নির্দেশিকায় বলা হয়, বিচারকরা এবার তাঁদের প্যান কার্ড এবং সরকার-প্রদান করা অন্য কোনও পরিচয়পত্র ব্যবহার করে ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট তৈরি করতে পারবেন। তবে কমিশনের এই নতুন দাবিতেও ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের একাংশ। তাঁদের জোরালো প্রশ্ন, তাঁদের সরাসরি বেছে নিয়েছে খোদ হাইকোর্ট। ফলে বিচারব্যবস্থার সমস্ত তথ্য এবং পরিচয় তো কমিশনের নখদর্পণে থাকার কথা। তা সত্ত্বেও বারবার এমন বেনিয়ম বা অতিরিক্ত পরিচয়পত্র চাওয়া হচ্ছে কেন তা নিয়ে। এই অনাবশ্যক কড়াকড়িকে বিচার বিভাগের মর্যাদার পরিপন্থী বলেই মনে করছেন ক্ষুব্ধ বিচারকরা। কমিশন ও ট্রাইব্যুনালের এই স্নায়ুযুদ্ধে আপাতত বেশ কয়েকজন বিচারক সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা কোনও ভাবেই পরিচয়পত্র আপলোড করে পোর্টালে লগইন করবেন না।

বহু সাধারণ নাগরিকের নাম এখনও ট্রাইব্যুনালে ঝুলে রয়েছে এবং সেই মামলার নিষ্পত্তি না-হলে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা সম্ভব নয়। ফলে নির্বাচন কমিশন ও বিচারকদের এই অনড় অবস্থানের জেরে শেষ মুহূর্তে পুরভোটের আগে এই জরুরি প্রশাসনিক কাজ মার খাওয়ার আশঙ্কা জোরালো হচ্ছে।

মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধ ও সুরক্ষার দাবিতে অভিষেকের আর্জি

অবিলম্বে শুনানির সুপ্রিম নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তদন্তাধীন বিভিন্ন মামলাকে ঘিরে লাগাতার 'মিডিয়া ট্রায়াল' বন্ধ এবং অন্তর্বর্তী সুরক্ষার দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সংসদ সদস্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা আর্জি অবিলম্বে বিবেচনা করার জন্য কলকাতা হাইকোর্টকে নির্দেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়।

আদালত সূত্রে খবর, হাইকোর্টে এই জরুরি আবেদনের দ্রুত শুনানিতে টালবাহানা ও অনীহা দেখা হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। শীর্ষ আদালতে অভিষেকের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে বর্ষীয়ান আইনজীবী শোয়েব আলম জানান, গত সেপ্টেম্বর মাসেই কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের রোস্টার বা বিচার্য বিষয়বস্তুর আওতায় মামলাটি না পড়ায় তা কার্যত বিলম্বিত হতে থাকে। আর এখানেই আইনজীবীর অভিযোগ, অন্তত তিন বার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও মামলার শুনানি হয়নি। ফলে এই দীর্ঘসূত্রতার সুযোগ নিয়ে প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে এমন একপাক্ষিক তথ্য ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে, যা তাঁর



মক্কেলের মৌলিক অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করছে এবং আইনি প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতাকেও প্রভাবিত করছে।

সুপ্রিম কোর্টে অভিষেকের আইনজীবীর মূল যুক্তি ছিল, দেশের উচ্চ আদালতের একাধিক ঐতিহাসিক রায়েই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কোনও বিচার বা তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই কিংবা অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগেই সংবাদমাধ্যমের এই ধরণের 'মিডিয়া ট্রায়াল' কোনও ব্যক্তির নির্দোষ থাকার সাংবিধানিক অধিকারকে খর্ব করতে পারে না। এমনকি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত বিভিন্ন আপত্তিজনক বা মানহানিকর প্রতিবেদনগুলি সোশ্যাল মিডিয়া বা ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে নেওয়া কিংবা তা ডাউনলোড বন্ধের নির্দেশ চেয়ে হাইকোর্টে সমস্ত আইনি পদক্ষেপই করা হয়েছে বলে আদালতকে জানান তিনি।

পরিস্থিতি সার্বিক ভাবে পর্যালোচনা করে সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দেয় যে, আগামী ১৬ নভেম্বর উৎসবের ছুটি শেষে হাইকোর্ট খুললেই বিষয়টি পুনর্নির্ধারণের জন্য যেন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দিষ্ট বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। একই সঙ্গে শীর্ষ আদালত কলকাতা হাইকোর্টকে অনুরোধ করেছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অন্তর্বর্তী সুরক্ষার আবেদনটি যেন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ও দ্রুততার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

১৫ বছরের জট কাটল

নতুন অটো হাতে বিজয়গড়ের পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে আটকে থাকা অটোরিকশির পারমিট সংক্রান্ত জট অবশেষে কাটল। দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড়ের বাসিন্দা মৌসুমি পাল সোমবার নতুন অটোরিকশির ডেলিভারি পেলেন। পরিবহণ দপ্তরের দাবি, সরকার পরিবর্তনের পর পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের হস্তক্ষেপ এবং আলিপুর আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে বহুদিনের সমস্যার সমাধান হয়েছে।

মৌসুমির বাবা ২০০৫ সালে মারা যাওয়ার পর তাঁর মা মিতালি পালের সঙ্গে অটো চালানোর ব্যবসাই ছিল পরিবারের একমাত্র জীবিকার উৎস। ২০১১ সালে পেট্রোলচালিত অটো এলপিজিতে রূপান্তরের সময় নতুন অটোর পারমিটের জন্য আলিপুর আরটিওতে আবেদন করা হয়। অভিযোগ, ওই সময় দপ্তর চত্বরে সক্রিয় এক দালাল পারমিট, ফিটনেস সার্টিফিকেট (সিএফ), বিমা ও করের নামে টাকা নিলেও প্রয়োজনীয় কোনও কাজই করেনি। পরবর্তী সময়ে দপ্তরে বারবার যোগাযোগ করলেও কখনও আধিকারিক বদলি, কখনও অগ্নিকাণ্ডের অজুহাতে বিষয়টি বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রাখা হয়।

স

সম্পাদকীয়

স্কুলপড়ুয়াদের, অর্থনীতির পাঠ আরও আগেই প্রয়োজন ছিল

অতি প্রয়োজনীয় কাজটা অবশেষে শুরু হচ্ছে। স্কুল পড়ুয়াদের পাঠ্যসূচিতে এবার আসছে অর্থনীতি। সর্বশেষ খবর, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই এবার সিলেবাসে থাকবে অর্থনীতির প্রাথমিক পাঠ। ছোট থেকে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও হিসেব করে টাকা খরচের অভ্যাস গড়ে তোলাটা প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। ভবিষ্যত জীবনে সাফল্য অর্জন করতে গেলে এর কলাকৌশল জানা আবশ্যিক। কয়েক দশক আগেও সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে লক্ষ্মীর ভাঁড় রাখার প্রথা ছিল। সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে গিন্নিরা একটু একটু করে পয়সা জমাতেন ভাঁড়ে। বাবারা ছেলে, মেয়েদের মাটির ভাঁড় কিনে দিতেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, তা হল ছোট বয়স থেকে তাদের মনে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা। সেই অভ্যাসই পেশাদারি জীবনে কাজে লাগতো। সেখানে দাঁড়িয়ে এই পাঠ অত্যন্ত উপযোগী হতে পারে পড়ুয়াদের জন্য। কারণ, আজকের দুনিয়ায় প্রায় সব পড়ুয়ার হাতেই রয়েছে স্মার্ট ফোন। সেখানে অনলাইন কেনাকাটার খোলা বাজার। তাতে রয়েছে অনলাইন বা অফলাইন লেনদেনের ব্যবস্থা। বিশেষ করে অনলাইন লেনদেন অতীব বিপজ্জনক পড়ুয়াদের জন্য। কারণ, সেখানে সরাসরি কোনও টাকা লাগছে না, কিন্তু মনের মতো বস্তুটি সহজেই হাতে চলে আসছে। তাতে ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের সুযোগ। এক্ষেত্রে খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা খুব কঠিন। যেমন ক্রেডিট কার্ড হল একটি দেদার ধারের ফাঁদ। এই ফাঁদে একবার পা দিলেই খেল খতম। ধার, দেনায় ডুবে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা। এখানে আর্থিক কলাকৌশল সম্পর্কে ধারণা না থাকলেই সর্বনাশ। তাই সবার আগে চাই আর্থিক সচেতনতা। এর পাশাপাশি এখন পড়ুয়াদের জন্য সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন স্কলারশিপ চালু হয়েছে। সেই টাকা সরাসরি আসছে তাদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। সেই টাকা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করার কৌশল জানাটাও একটা বড় কাজ। আর অ্যাকাউন্ট থাকলে ডেবিট কার্ডও থাকবে। ফলে ছোট থেকেই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণাও দরকার। এবার সেই সুযোগটাই আনা হচ্ছে পড়ুয়াদের জন্য। দেরিতে হলেও যা একদম সঠিক পদক্ষেপ।

শব্দছক ৩০২

রবি দাস

১		■	২	৩		■	৪
	■	৫			■	৬	
৭	৮	■	৯		১০		
১১		১২		■		■	■
■	■		■	১৩		১৪	১৫
১৬	১৭				■	১৮	
১৯		■	■	২০		■	
	■	২১			■	২২	

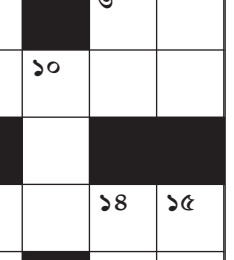
পাশাপাশি: ১. পদ্মফুল ২. রান্নায় স্বাদ-বর্ধক উপকরণ ৫. আয়ত্বহানী ৬. ভালোমন্দ খানা ৭. তীর ৯. রাত বা রাতের মত অবস্থা ১১. চ্যাংড়া ১৩. শক্তিমান ১৬. সহায় ১৮. প্রবাল রত্ন ১৯. চারণ করা ২০. মেঘ ২১. আর দেশ সম্পর্কিত ২২. শঙ্কা

ওপর-নিচ: ১. পায়রা ২. মহান নৃপতি ৩. সর্বদা ৪. রৌপ্য ৬. প্রত্যুষে ৮. অম্ল ১০. অল্প মাত্রায় বা প্রায় নেই ১২. বৃষ্টি ১৩. সুন্দরবনের প্রধান উপাস্য দেবীমাতৃকা ১৪. অভিসম্পাৎ ১৫. চমৎকারিত্ব-সমূহ ১৬. যা চলে না ১৭. শূকর

সমাধান ৩০১ — পাশাপাশি: ১. পক্ষধারী ৪. বাস ৬. রিমা ৭. তিমির ৯. রানী ১০. হবন ১১. মহামতি ১২. আবৃতিক ১৪. দাদন ১৫. শত ১৬. মহিমা ১৭. পাকা ১৮. ত্বরা ১৯. নতোদর

ওপর-নিচ: ১. পরিশ্রম ২. ক্ষমা ৩. রীতিনীতি ৫ সদন ৮. রহস্যাবৃত ৯. রামজনম ১২. আশমান ১৩. কম৪কার ১৪. দায়ীত্ব ১৭. পাদ

আজকের দিন



■ **১৯৯৫** — ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ও নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ইৎজাক রাবিন তেল আবিবে একটি শান্তি সমাবেশের পর হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

■ **২০০৮** — বারাক ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম আফ্রিকান আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন।

জন্মদিন



ঋত্বিক ঘটক

১৯২৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন।*

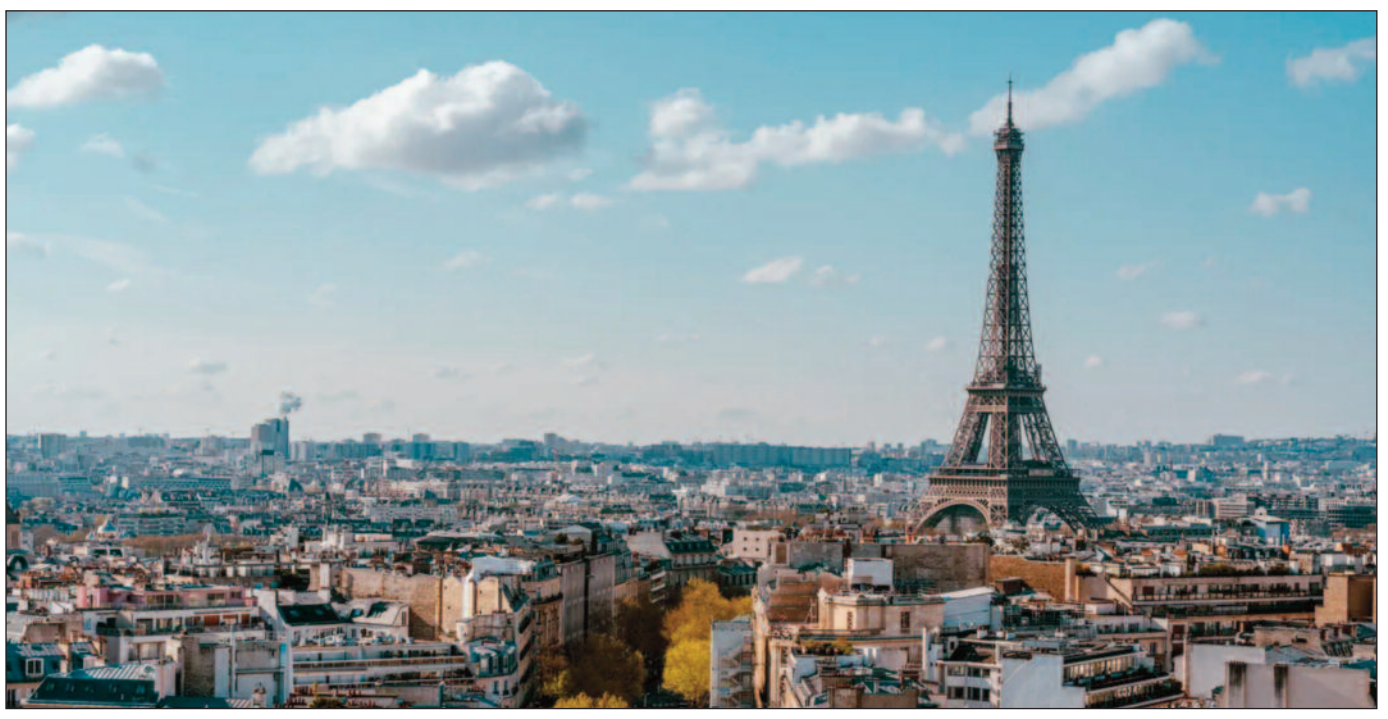
১৯৪৫ *পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধির জন্মদিন।*

১৯৭১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তাব্বুর জন্মদিন।*

প্যারিস

অক্ষত থাক ‘চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে’

ড. রাজলক্ষ্মী বসু



সভ্যতার ইতিহাস বৌদ্ধিক আলোড়নের মহাতীর্থে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলুক। প্রশ্ন উঠুক, কন্টকাকীর্ণ প্যারিস নিয়ে। শাশ্বত প্রজ্ঞার সন্ধান যেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। বৌদ্ধিক সমকক্ষতার টান যেখানে মিলেছিল। ইংরেজ জাতির যেখানে সমালোচনা করছে বিশ্ব, মানবদরদীরা তখ ন প্যারিস, ফ্রান্স আত্মিক নান্দকিতার উৎকর্ষ অর্জন করে। আজ কোথায় সেই প্যারিস? রোমাঁ রোলাঁ, অঁদ্রে জিদ, অঁরি বের্গস, পল ভ্যালেরি, সিলভ্যাঁ লেভির প্যারিসে আজ কোন অমানবিকতার স্রোত বইছে! ভারতবর্ষের গভীর প্রভাব প্যারিসেও। ভারত দর্শনবোধে প্যারিস বৌদ্ধিক মনন বিকশিত। আজ সে বিকাশ বিপ্রতীপ পথে ধাবিত। অঁদ্রে জিদ ফরাসী ভাষায় গীতাঞ্জলি অনুবাদ করলেন- তা ফরাসীদের কাছে অমৃতের সন্ধান দিয়েছিল। উপনিষদ দর্শনের প্রভাব ফরাসীবোধে গভীর। লুকসজামবার্গ বাগানে হাঁটার সময় সুর শুনেছিলাম রবীন্দ্র সঙ্গীতের। আরো আশ্চর্য, সেই ফরাসী গান ছিল আমাদের প্রাণের প্রিয় দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে। সব আজ ধ্বংস, কারণ প্যারিস আজ উগ্রতার দখলে। আগ্রাসনের দখলে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আন্দোলনের নামে যা চলছে প্যারিসে , ফ্রান্সে তা যে বিপ্লববাদ না। তা যে বিচ্ছিন্নতাবাদ, বুঝতে বেশীসময় লাগে না। দার্শনিক অঁরি বের্গসঁর ‘ এঁলা ভিতাল ‘ বা প্রাণশক্তি দর্শনের সাথে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তত্ত্বের যে সাযুজ্য পান তা মানবতার শ্রেষ্ঠ দলিল। এই প্যারিসের যে গ্যালারি পিগাগে ১৯৩০ এ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পের অসীম পরিশ্রমের পর রবি ঠাকুরের একক চিত্র প্রদর্শনী উন্মোচিত হয়েছিল। একশো বছরও পার হয়নি, সেই চত্বরে আজ আগুন, টায়ার পুড়ছে। বিদ্রোহ বলে একে হালকা ভাবে দেখলে হবে না। প্যারিসে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান বিরোধী প্রতিবাদের নামে যা হচ্ছে তা যেন বাংলাদেশের ছবির মতো। খুব মিল। বাংলাদেশেও যেমন বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন চলছে, আগ্রাসন চলছে সাংস্কৃতিক ঠিকানাগুলোতে। প্যারিসেও যেন সমান্তরাল ছবি। ইউরোপীয় অধুনিকতাবাদ ও পরাবাস্তববাদকে আজ আবারও শিক্ষা নিতে হবে ভারতবর্ষের থেকে। যে ভারত ওদের থেকে তথাকথিত সুখ সূচকে পিছিয়ে, পিছিয়ে পাসপোর্ট গুরুত্বে, বিশ্বের সব মানবাধিকার সংগঠন দাবি করে ফরাসীদের মানবাধিকারের জোর বেশী। তারপরেও এই অমানবিকতার ছবি! যুক্তিবাদের দেশকে আরো একবার শিক্ষিত হতে হবে ভারতের মতো আধ্যাত্মিক মাটির থেকে- আমাদের সুখ যদি কমও থাকে, শান্তি বেশী। বিপুল জনসমুদ্রে আমরা বিতর্ক করি, গনতন্ত্র লড়াই করি-- কিন্তু সাংস্কৃতিক পীঠস্থানে আগুন দিইনা। সংস্কৃতির প্রতি নিঃশর্ত শ্রদ্ধা এখনও এদেশে টিকে আছে তাই উন্নত প্যারিসে যখন টায়ার পুড়ছে আমাদের এখানে তখন প্রদীপ জ্বলে। মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক আমাদের আছে, মৌলবাদের কাছে সংস্কৃতির অবক্ষয় হতে দিইনি। প্যারিস যে কী ভয়ানক মৌলবাদী নাশকতার জালে আবদ্ধ, তার প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ মেলে ২০১৫ র স্ট্যাডে ডি ফ্রান্স স্টেডিয়াম বিস্ফোরণে। ফ্রান্স- জার্মানি ফুটবল ম্যাচ যেখানে প্রেসিডেন্ট ওঁলাদ উপস্থিত ছিলেন। চলল গুলি। সেই হামলার এক ঘন্টার মধ্যেই লুভ্যর মিউজিয়াম সংলগ্ন শপিং সেন্টারে আবারও চলল সন্ত্রাসীর গুলি। আবারও জঙ্গী হামলা হল বাটাক্লঁ কনসার্ট হলে। পনবন্দী হল মানুষ। গুলিতে মৃত্যু হল। পনবন্দী পুরো ফরাসী সভ্যতা, সংস্কৃতি, পুতুলের মতো সুন্দর তরুণী, তেজী টগবগে ছেলেগুলোও। রাষ্ট্র বিক্ষোভের নামে এ এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে ফ্রান্সে। রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে এমন এক শক্তির উত্থান চাইছে যেখানে পুলিশ ব্যবস্থা দ্বিতীয় সারিতে থাকবে। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল এবং দখলদারীই থাকবে প্রথম সারিতে। এখন এটা বলা যুক্তিযুক্ত হবেনা, যে, ‘ সিরিয়ায় ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ’ এর জন্য এতো হামলার শিকার প্যারিস। সিরিয়া লিবিয়াকে চরমপন্থী অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছে ফ্রান্স। ফ্রান্সের এই মধ্যপ্রাচ্য নীতিই ফ্রান্সকে ডুবিয়েছে এমন তত্ত্ব শোনা যায়। ফ্রান্স সমস্যার শুরু হঠাত আজকেই না। শুরুর শুরু অনেক আগেই। মুসলিম অভিবাসীদের মনে অসংখ্য ক্ষোভ জমতে থাকে ২০০০ এর পর থেকে। আটের দশকে ফ্রান্স মুসলিম অভিবাসীদের একাধিক স্ত্রী আনতে অনুমতি দিত, বা আপত্তি করত না। ২০০০ এর হিসেবে শুধুমাত্র প্যারিসেই দু লক্ষের বেশী অভিবাসীর একাধিক স্ত্রী ছিল। ১৯৯৫ তে সরকার ঘোষণা করেছিল এক স্ত্রী এবং তার সন্তানই বৈধ অভিবাসী। বিবাহ বিচ্ছেদ এবং পরবর্তী বিবাহকে যেন সবাই মান্যতা দেয়। গোষ্ঠী অধিকারের নামে বাল্যবিবাহ, বলপূর্বক বিবাহ, একতরফা বিচ্ছেদ, মেয়েদের সুন্নত, বোরখা পরা, সম্মানের নামে হত্যা- আর চলবে না ফ্রান্সে, ঘোষণা হল ১৯৯৫ এর পর। ব্যাপক প্রভাব পরল ২০০০ এ। বহুত্ববাদী প্যারিস কখনওই এমন কোনো সংস্কৃতিতে লালিত পালিত করতে চায়নি যেখানে ধর্মীয় গোঁড়ামি পুষ্ট হবে। মৌলবাদের শিকড় এভাবে বাড়তে দেওয়া যায়না- যেইনা প্যারিস ভাবল। অমনি ধরা পরতে শুরু করল- কতোটা সর্বনাশ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। বিপদ সঙ্কেত বারবার পেয়েছে প্যারিস, লাগাতার ২০১৫ র পর থেকে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, গণতন্ত্রের জন্য দৌড় এক । আর, সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোয় যখন কালি লাগে, যখন ফরাসী সাহিত্য পোড়ে, যখন ভাস্কর্যে কালো কালির স্প্রে- তখন তা বিপ্লব না। তা বিপন্নতা। এ কোনো স্ফুলিঙ্গ না। আমাদের দেশের চিন্তাজীবীর একাংশ খুব বলছেন- এ যেন রাষ্ট্র যন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ। ফ্রান্সের সরকারি পরিকাঠামোতে অবশ্যই অসংখ্য গলদ আছে। ফ্রান্স কেন, সারা ইউরোপেই এই গলদ এখন সাধারণ ছবি। আজকের এই ফরাসী সংস্কৃতি ধ্বংসের কৌশলে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহ চলছে তা আর যাই হোক আমরা যেন মূর্খের মতো একে প্যারিস কমিউন (১৮৭১) এর পুনরাবৃত্তি না ভাবি। সে ইতিহাস এটাই ছিল, যেখানে ৭২ দিনের জন্য রাষ্ট্র নামক বিরাট যন্ত্রটা অনুপস্থিত ছিল। শহরের চাবি ছিল সাধারণ মানুষের হাতে। সেই ৭২ দিন মানুষ দেখিয়েছিল পুলিশ আমলা সেনা ছাড়াই আধুনিক মহানগর চালাল মানুষ। শাসন না প্রশাসন এবং মানুষের হাতে থাকল সে ভার। কমিউনের সেই ৭২ দিনের ইতিহাস আজকেও প্রশ্ন তুলবে মার্ক্সবাদ নাকি নৈরাজ্যবাদ কার তত্ত্ব ঠিক! প্রত্যক্ষ গণতান্ত্র যে টেকানো কঠিন, তা একবার প্যারিস দেখেছিল। তাই মাত্র ৭২ দিন আয়ু। আজ তাই, কেউ যদি ভাবি, এখন যা ঘটছে তা প্যারি কমিউনের আধুনিক ভার্সন তাহলে প্যারি কমিউনের ইতিহাসকে, বোধকেই ছোটো করা হবে। প্যারি কমিউন টিকতে নাই পারে কিন্তু তা ছিল এক জীবন্ত সত্তা। আজকের এই মৌলবাদপুষ্ট রাষ্ট্র বিক্ষোভ না। প্যারি কমিউনের কালেও প্যারিস মঁমার্ত সাধারণ মানুষ দখল করেছিল। যখন তাদের ওপর সেনা আক্রমন করল, সেদিন শিশুরা নারীরা বলতে পেরেছিল- কাদের ওপর অস্ত্র চালাবে? তোমারোও ফরাসী আমরাও। নিজের পরিবারের ওপর গুলি চালাবে সেনা? সেদিন সৈন্যরা দ্বিধায় মাথা নীচু করেছিল। লুইস মিশেলের মতো বিপ্লবী যখন শ্লোগান দিল তখন সেনার অস্ত্র মাটিতে ন্যুব্জ। ভার্সাই থেকে নিস, সর্বত্র সেদিন যে বিদ্রোহ ঘটেছিল তা ছিল কালের ধ্বনি। আজ যা হচ্ছে তা ক্রান্তির নামে অবক্ষয়। ‘ চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে...’ দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে ফরাসী ভাষায় এই গানটি প্যারিসের টাউন হল, লুকসজামবার্গ গার্ডেনে বাজে কখনও কখনও। সেদিন এক বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে যখন ফরাসী গান শুনছিলাম, হঠাত চেনা কণ্ঠ! জর্জ বিশ্বাস যে! ভারতবর্ষের প্রভাব এতোটাও গভীর হতে পারে, ভেবেও অজানা আনন্দে টিউলিপগুলো আরো রঙিন লেগেছিল। সেই সংস্কৃতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ যখন সংক্রমণ ঘটায় তখন তা রাষ্ট্র বিক্ষোভ না। তাকে বলে আত্মার মৃত্যু।

প্যারিস, একটা এমন ট্রানজিট হোক, যেখানে সবাই নিজের নিজের ভাষায় গাইতে পারুক- ‘ চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে...’

বিশ্ব রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থার পুনরুত্থান: ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ ও নতুন বিশ্বব্যবস্থা...

সুনীল মাইতি



বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্রে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এক প্রবল এবং গভীর ভূ-রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটে চলেছে। আমেরিকা থেকে শুরু করে ইউরোপ; ল্যাটিন আমেরিকা থেকে এশিয়া;প্রায় সর্বত্রই সমকালীন রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোর অভাবনীয় উত্থান আজ আর কোনো বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্র; বিশ্বায়ন এবং বহুত্ববাদী বিশ্বব্যবস্থার যে আদর্শগত মডেল স্নায়ুযুদ্ধ- উত্তর যুগে সম্পূর্ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হচ্ছিল; তা আজ দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদ ও জনমোহিনী রাজনীতির প্রবল ধাক্কায় গভীর সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছে।

গত শতাব্দীর শেষভাগে ‘ইতিহাসের অন্তিম পর্যায়’ ঘোষণা করে যে মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন জয়যাত্রার কথা বলা হয়েছিল; একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে তা প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকা নীতি; ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে কট্টর দক্ষিণপন্থী দলগুলোর অভূতপূর্ব নির্বাচনী সাফল্য; লাতিন আমেরিকায় নতুন রাজনীতির হাওয়া কিংবা এশিয়ার একাধিক রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিস্তার; এই সবই প্রমাণ করে যে বিশ্ব রাজনীতি আজ এক সম্পূর্ণ নতুন মোড় নিয়েছে। এই রাজনৈতিক উত্থান কেবল অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার স্বাভাবিক পালাবদল নয়; বরং এটি বিশ্ব ভূ-রাজনীতির মৌলিক সমীকরণ এবং কাঠামোকেই আমূল বদলে দিচ্ছে।

বিশ্বায়ন থেকে সংরক্ষণবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন

দক্ষিণপন্থী উত্থানের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক এবং অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি হলো বিশ্বায়নের ফলে তৈরি হওয়া তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য। গত তিন দশকে অবাধ বাণিজ্য এবং পুঁজির মুক্ত চলাচলের ফলে বহু উন্নত দেশের মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবী মানুষ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং প্রান্তিকতার মুখে পড়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে দক্ষিনপন্থী নেতারা ‘আমেরিকা ফার্স্ট’; ‘আত্মনির্ভর ভারত’ কিংবা সমার্থক বিভিন্ন জাতিয়তাবাদী স্লোগানকে সুচারুভাবে হাতিয়ার করে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষোভ এবং নিরাপত্তাহীনতাকে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তর করেছেন। এর সরাসরি ফলস্বরূপ; বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং উন্মুক্ত বাণিজ্যের সুদীর্ঘ ধারণার জায়গায় আজ অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠেছে সংরক্ষণবাদ; লাগাতার শুল্কযুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউটিও আজ এক প্রকার পক্ষঘাতগ্রস্ত অবস্থায় পৌঁছেছে; যা বিশ্ব অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী ও গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করছে।

ঐতিহ্যগতভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং কূটনীতি নির্ধারিত হতো সামরিক শক্তি ও নির্দিষ্ট আদর্শগত জোটের ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু বর্তমান দক্ষিণপন্থী উত্থানের যুগে ভূ-রাজনীতি এবং ভূ-অর্থনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। জাতীয় নিরাপত্তাকে আজ কেবল ভৌগোলিক সীমান্ত সুরক্ষার মধ্যে সীমিত রাখা হচ্ছে না; বরং এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়েছে সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ শৃঙ্খলের নিরঙ্কুশ স্বনির্ভরতা; প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব (যেমন, সেমিকন্ডাক্টর বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো চাবিকাঠি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ) এবং সাইবার নিরাপত্তা। ‘ফ্রেন্ডশোরিং’ বা সমমনা মিত্র দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ও প্রযুক্তি আদান-প্রদান সীমাবদ্ধ করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা আজ বিশ্ব অর্থনীতিকে নতুন করে খন্ডিত এবং মেরুকৃত করে তুলছে।

জাতিসংঘ; বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা কিংবা জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলো বহুত্ববাদী বিশ্বব্যবস্থার মূল স্তম্ভ বা প্রতীক। কিন্তু দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদীরা প্রায়শই জাতীয় সার্বভৌমত্বকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহজাত কার্যকারিতাকে প্রকাশ্যেই প্রশ্নবিদ্ধ করছেন। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে প্যারিস চুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক উদ্যোগ থেকে আকস্মিক সরে দাঁড়ানো কিংবা শরণার্থী সংকট মোকাবিলায় জাতীয় সীমান্ত কঠোর করার প্রবণতা বিশ্ব সম্প্রদায়ের যৌথ প্রচেষ্টাকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে। ফলস্বরূপ; বিশ্ব আজ এমন এক বহুমুখী জটিলতার মুখে দাঁড়িয়ে যেখানে বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানে ঐক্যমতের মারাত্মক অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আঞ্চলিক শক্তির উত্থান এবং দ্বিপাক্ষিক কূটনীতি

বহুপাক্ষিক বিশ্বব্যবস্থার এই চলমান অবক্ষয়ের সুযোগ নিয়ে আঞ্চলিক এবং মধ্যম সারির শক্তিগুলো নিজেদের ভূ-রাজনৈতিক দর কষাকষির ক্ষমতা নাটকীয়ভাবে বাড়িয়ে নিয়েছে। দক্ষিণপন্থী ও বাস্তববাদী কূটনীতির বর্তমান জমানায় আদর্শগত মিত্রতার চেয়ে নির্ভেজাল জাতীয় স্বার্থই চূড়ান্ত নির্ধারক হয়ে উঠেছে। ভারত; মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী দেশগুলো কিংবা তুরস্কের মতো রাষ্ট্রগুলো আজ কোনো নির্দিষ্ট ক্ষমতা ব্লকের অংশ না হয়ে ‘মাল্টি- অ্যালাইনিং’ বা বহুমুখী সম্পর্কের বাস্তবসম্মত নীতি গ্রহণ করেছে। এটি ঠান্ডা লড়াইয়ের আমলের দ্বিমেরু বা পরবর্তী এককেন্দ্রিক বিশ্বকে পেছনে ফেলে অত্যন্ত তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বহুমেরু বিশ্ব ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে।

এই বৈশ্বিক পরিবর্তনের নেপথ্যে রয়েছে সামাজিক মাধ্যমের রমরমা এবং অ্যালগরিদম- চালিত তথ্যপ্রবাহ; যা সমাজকে তীব্র মেরুকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অভিবাসন বিরোধী মনোভাব; সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং জাতীয় পরিচয়ের সংকটকে বারবার উসকে দিয়ে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলো জনমত গঠনে অভূতপূর্ব সাফল্য পাচ্ছে। এর ফলস্বরূপ; উদারনৈতিক সহনশীলতার জায়গা নিচ্ছে এক নতুন ধরনের সংস্কৃতি যুদ্ধ; যা কেবল অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকেই অস্থিতিশীল করছে না; বরং আন্তর্জাতিক কূটনীতিকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। বিশ্ব রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থার এই উত্থান কোনো আকস্মিক বা সাময়িক ঝড় নয়; বরং এটি দীর্ঘমেয়াদী ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক অনিবার্য লক্ষণ। উদারনৈতিক বিশ্বব্যবস্থার যে অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো এই উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল; তা আজ অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে সংকট এখানেই শেষ নয়; মূল চ্যালেঞ্জ হলো জাতীয় স্বার্থের সংকীর্ণ গন্ডি পেরিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন; মহামারি ও পারমাণবিক নিরাপত্তার মতো বৈশ্বিক সংকট গুলোর মোকাবিলা সম্মিলিতভাবে কিভাবে করা হবে। আগামী দিনের বিশ্বব্যবস্থা সংঘাতময় নৈরাজ্যের দিকে এগোবে;নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন কোনো কার্যকর রূপ খুঁজে পাবে; তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে এই পরিবর্তনশীল শক্তির ভারসাম্য কিভাবে রক্ষিত হয় তার ওপর।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

সাফল্য হচ্ছে গেটপাশ। তা প্রবেশের নয়, প্রকাশের। সফলের ব্যর্থ জীবনের কথাও লোকে মন দিয়ে শোনে। ব্যর্থের কিছু প্রাপ্তিও কেউ শুনতে চায় না।

কোট-স্নানকোট



আপনাকেই বন্ধ সমস্ত চা বাগান খুলতে হবে, সব মুখ্যমন্ত্রী করলে হবে না। জব কার্ড প্রস্তুত রাখুন, দ্রুত কাজ শুরু হবে। প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক যোজনায় আওতায় সবাইকে আনা হবে।

শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

উত্তরাখণ্ডে তুষারঝড়ে নিখোঁজ পাঁচ অভিযাত্রীর পরিবারে বাড়ছে দুশ্চিন্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: উত্তরাখণ্ডের তুষার ঝড়ে নিখোঁজ বাঁকুড়ার পাঁচ অভিযাত্রী। উদ্বেগে শালবনী ও কেশরার পরিবারগুলিতে। উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিং করতে গিয়ে বড়সড় বিপত্তি। প্রবল তুষারঝড়ের জেরে নিখোঁজ হয়ে গেলেন একই অভিযাত্রী দলের মোট ৮ সদস্য। তাঁদের মধ্যে ৫ জনই বাঁকুড়া জেলার বাসিন্দা। সময় যত গড়াচ্ছে, ততই বাড়ছে নিখোঁজ অভিযাত্রীদের পরিবারের উদ্বেগ।

নিখোঁজ পাঁচ বাঁকুড়ার যুবকের নাম তাপস বাউরি, রতন ঘোষ, রিন্টু মণ্ডল, উদয় ঘোষ ও মনোজ খাওয়াস। জানা গিয়েছে, প্রথম চারজনের বাড়ি বাঁকুড়ার শালবনী গ্রামে। অন্যদিকে, মনোজ খাওয়াসের বাড়ি কেশরা গ্রামে। বাকি তিন নিখোঁজ অভিযাত্রীর মধ্যে দু'জন উত্তরপ্রদেশের লখনউ এবং একজন উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশির বাসিন্দা। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি জানিয়েছেন, নিখোঁজ অভিযাত্রীদের সন্ধানে উত্তরাখণ্ড সরকারের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রাখছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। দিল্লিতে রাজ্যের রেসিডেন্ট কমিশনারের দপ্তর এবং রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মাধ্যমেও উদ্ধার অভিযানের উপর নজর রাখা হচ্ছে। উদ্ধারকাজে সমন্বয়ের



জন্য রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) এবং বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের এসডিআরএফ, স্থানীয় জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁরা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবেন। পাশাপাশি নিখোঁজ পাঁচ যুবকের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও মানসিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার।

মানুষের খাবারের ফ্রিজে কুকুরের খাবার!

দুর্গাপুরের হোটেলে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযানে মিলল বাসি-পচা খাবারের স্তূপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মানুষের খাবার সংরক্ষণের ফ্রিজেই রাখা কুকুরের খাবার! কোথাও ছত্রাক ধরা চিকেন, কোথাও ফাঙ্গাসযুক্ত পনির, আবার কোথাও দিনের পর দিন মজুত বাসি ভাত ও তরকারি। দুর্গাপুরের মুচিপাড়ায় একাধিক হোটেলে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর, দুর্গাপুর নগর নিগম ও পুলিশের যৌথ অভিযানে সামনে এল এমনই চাঞ্চল্যকর ছবি। অভিযানে হোটেলগুলির রান্নাঘর ও খাবার সংরক্ষণের জায়গা থেকে উদ্ধার হয় পচা চিকেন, ছত্রাকযুক্ত পনির, পুরনো মসলা, বাসি ভাত, তরকারি ও চানা মসলা-সহ একাধিক খাদ্যসামগ্রী। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে খাবার মজুত থাকলেও সেগুলির



উৎপাদন বা সংরক্ষণের তারিখ উল্লেখ করা ছিল না। এমনকী, মানুষের খাবারের সঙ্গে একই ফ্রিজে রাখা হচ্ছিল কুকুরের খাবারও। রান্নাঘরের এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও খাদ্য সংরক্ষণে একাধিক অনিয়ম দেখে হোটেল কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেন আধিকারিকরা। খাবার সংরক্ষণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং মানুষের খাবার ও পশুখাদ্য সম্পূর্ণ আলাদা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই খাবার গ্রাহকদের পরিবেশন করা হচ্ছিল কি না, তা নিয়ে উঠছে গুরুতর প্রশ্ন।



সাগরপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে সার্বজনীন লক্ষ্মীপুজো ও শারদ মেলার প্লাটিনিয়াম জুবিলি বর্ষ ২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত শারদ সম্মাননা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট ও দাসপুরের বিধায়ক তপন কুমার দত্ত।

আন্তর্জাতিক যোগা সামিটে নজর কাড়ল ঝাড়গ্রামের ইঝিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আন্তর্জাতিক মঞ্চে যোগব্যায়াম প্রদর্শন করে নজর কাড়ল ঝাড়গ্রামের খুদে প্রতিভা ইঝিল মুদলী। সম্প্রতি থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যোগা সামিটে অংশগ্রহণ করে যোগব্যায়াম প্রদর্শন করেছে সে। দুর্গাপুরের দিল্লি পাবলিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী ইঝিলের এই সাফল্যে গর্বিত তার পরিবার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। মাত্র তিন বছর বয়স থেকেই যোগাভ্যাস শুরু ইঝিলের। তার মা অঞ্জনা সিংহ ছোটবেলা থেকেই তাকে যোগব্যায়ামের প্রতি আগ্রহী করে তোলেন এবং নিয়মিত অনুশীলনে উৎসাহিত করেন। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন যোগব্যায়াম প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তার আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পায়। ইঝিলের প্রতিভা ও নিষ্ঠা দেখে বিদ্যালয়ের যোগব্যায়াম শিক্ষকও তাকে আরও



উচ্চপর্যায়ে পৌঁছনোর জন্য উৎসাহিত করেন। মা ও বিদ্যালয়ের সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণায় এবার থাইল্যান্ডের ব্যাংককে আন্তর্জাতিক যোগা সামিটে যোগব্যায়াম প্রদর্শনের সুযোগ পায় সে। অল্প বয়সে আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই অংশগ্রহণ ইঝিলের যোগাভ্যাসের যাত্রায় এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হয়ে থাকবে। জেলার এই খুদে প্রতিভার সাফল্যে খুশি ঝাড়গ্রামবাসীও।

বেআইনি মদের ঠেকের পাশে যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বেআইনি মদের ঠেকের পাশে পড়ে রয়েছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ। খুনের অভিযোগ তুলে রাস্তায় গাছ ফেলে পথ অবরোধ এলাকাবাসীর। ঘটনাস্থলে পুলিশ। ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুর থানার বাগদেবীপুর এলাকার। মৃত ব্যক্তির নাম কালুয়া শেখ, বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। বাড়ি গয়েশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলাডাঙা এলাকায়। জানা যায় কালুয়া শেখের নিজের জমি থাকার পাশাপাশি জন মজুরের কাজ করে। শান্তিপুর থানার বাগআচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগদেবীপুর এলাকায় তার চাষের জমি রয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি তার চাষের জমির পাশে বিশু নামে এক ব্যক্তি বছরের পর বছর ধরে বেআইনি মদের কারবার করে। অভিযোগ আজ সকালে প্রতিদিনের মতো কালুয়া নিজের চাষের জমিতে কাজ করছিল। কিছুক্ষণ পরেই স্থানীয়দের নজরে আসে ওই জমির পাশে মদের ঠেক চালানো মালিকের একটি পুকুর রয়েছে আর সেই পুকুরে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। খবর জানাজানি হতে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পথ অবরোধ শুরু করে এলাকাবাসী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এলাকাবাসী। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভের পর অবশেষে পুলিশের আশ্বাসে মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পাশাপাশি যে দোকানে মদের ঠেক চালানোর অভিযোগ ছিল সেই দোকান তালা মেরে সিল করার চেষ্টা করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

রায়মঙ্গলে ভেসে এল কালীমূর্তি

গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় ফিরল পুজো কমিটির হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রায়মঙ্গল নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে ভাসমান অবস্থায় মা কালীর মূর্তি দেখতে পান এক মৎস্যজীবী। মূর্তিটি উদ্ধার করে স্থানীয় মন্দিরে রাখেন তিনি। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় মূর্তির ছবি ছড়িয়ে পড়তেই সেটির সন্ধান পায় অন্য গ্রামের পুজো কমিটি। শেষ পর্যন্ত দুই গ্রামের বাসিন্দা ও প্রশাসনের সহযোগিতায় অক্ষত অবস্থায় মূর্তিটি ফিরে পেলেন পুজো উদ্যোক্তারা।

ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জের রায়মঙ্গল নদী সংলগ্ন মাধবকাটি এলাকার। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে মাধবকাটি গ্রামের বাসিন্দা বাবলু মণ্ডল নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। সেই সময় জলে ভাসতে থাকা একটি মা কালীর মূর্তি তাঁর নজরে পড়ে। এরপর মূর্তিটি উদ্ধার করে গ্রামের একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। এদিকে, উদ্ধার হওয়া মূর্তির ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই তা নজরে আসে পাশের পুঁইজালি গ্রামের কালীপুজো কমিটির সদস্যদের। মূর্তিটি শনাক্ত করে তাঁরা মাধবকাটি গ্রামে পৌঁছন। পুজো কমিটির দাবি, ওই মূর্তিটি তাঁদের। কোনওভাবে সেটি নদীতে ভেসে চলে এসেছিল। এরপর মাধবকাটি গ্রামের বাসিন্দাদের সহযোগিতা এবং প্রশাসনের মধ্যস্থতায় অক্ষত অবস্থায় মূর্তিটি পুজো কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পর মায়ের মূর্তি ফিরে পেয়ে স্বস্তি ও আনন্দ প্রকাশ করেন পুঁইজালি পুজো কমিটির সদস্যরা। কমিটির সদস্য উত্তম পাত্র জানান, মায়ের মূর্তি অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাওয়ায় তাঁরা অত্যন্ত খুশি। এই ঘটনায় মাধবকাটি গ্রামের বাসিন্দাদের সহযোগিতার পাশাপাশি প্রশাসনের ভূমিকাকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। এক



মৎস্যজীবীর তৎপরতা, দুই গ্রামের মানুষের সহযোগিতা এবং প্রশাসনের উদ্যোগে নদীতে ভেসে যাওয়া কালীমূর্তি ফিরে পেল পুজো কমিটি।

পচা প্যাটিস বিক্রির অভিযোগের জের!

দুর্গাপুরে কারখানায় যৌথ অভিযান, একটি আউটলেট বন্ধের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সিটি সেন্টারের একটি মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হলে পচা প্যাটিস সরবরাহের অভিযোগকে কেন্দ্র করে তৎপর প্রশাসন। সেই ঘটনার জেরেই দুর্গাপুরের করঙ্গপাড়া এলাকায় সংশ্লিষ্ট প্যাটিস কারখানায় যৌথ অভিযান চালাল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর, দুর্গাপুর নগর নিগম ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। অভিযানে একাধিক অসঙ্গতি সামনে আসায় সংশ্লিষ্ট একটি আউটলেট আগামীকাল থেকে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। অভিযোগ, সিনেমা হলে পচা প্যাটিস সরবরাহের বিষয়টি সামনে আসতেই সংশ্লিষ্ট কারখানার খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে অভিযান চালানো হয়। কারখানায় তল্লাশি চলাকালীন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি আধিকারিকদের দেখাতে পারেনি কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, কারখানার বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু অসঙ্গতিও নজরে আসে। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট একটি আউটলেট বুধবার থেকে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। কারখানায় নজরে আসা অসঙ্গতিগুলির জন্য জরিমানাও করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

হাতবদল হয়ে অবশেষে বিজেপির ঘরে!

চুঁচুড়ার খাদিনা মোড়ের পার্টি অফিস নিয়ে শোরগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ক্ষমতার পালাবদল আর রাজনৈতিক সমীকরণের হাতবদল, চুঁচুড়ার খাদিনা মোড়ের একটি বিতর্কিত পার্টি অফিস এখন স্থানীয় রাজনীতির কেন্দ্র বিন্দুতে। একসময় যে কার্যালয়ে লাল পতাকা উড়ত, পরবর্তীতে ঘাসফুল শিবিরের দখলের পর এবার সেখানে গেরুয়া পতাকা তুলেছে বিজেপি। সূত্রের খবর, হুগলির খাদিনা মোড়ে অবস্থিত ওই অফিসটি দীর্ঘদিন ধরে সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু-র কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হত। রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে যায় অফিসটি, যা সেসময়ের বিধায়ক অসিত মজুমদার ব্যবহার করতেন। পরবর্তীতে কিছুটা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় অফিসটি সিটুকে ফিরিয়ে দেওয়া হলেও সেটি কার্যত বন্ধই ছিল। আর সেই সুযোগেই মাস কয়েক আগে ঘরটি নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। সোমবার ঘটা করে আলোকসজ্জা করে খাদিনা মোড়ের সেই অফিসটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চুঁচুড়ার বিজেপি বিধায়ক সুবীর নাগ। তাঁর মতে, 'আগে বামেরা ছিল, পরে তৃণমূল ছিল, এবার বিজেপি এই অফিস থেকে সাধারণ মানুষের সেবা করবে।' তবে অতীতে দখলের রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া বিধায়কের এহেন ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। সাংবাদিকরা যখন তাঁকে আগের অবস্থান স্মরণ করিয়ে দেন, তখন সুবীর নাগের সাফাই, 'যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, সেই তৃণমূলের আজ আর অস্তিত্ব নেই। আর বামেদের কোনো জনভিত্তি নেই। যেদিন তাঁরা বিধানসভায় ৫০টি আসন পাবেন, সেদিন অফিস ফিরিয়ে দেওয়া হবে।' বিজেপির এই যুক্তিকে একহাত নিয়েছে বাম শিবির। সিটু নেতা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, 'বামেরা যেদিন ৫০ আসন পাবে, সেদিন আর বিজেপিকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তৃণমূলের পথ ধরেই আজ বিজেপিও দখলদারির রাজনীতি করছে। চুঁচুড়ায় শুধু খাদিনা মোড় নয়, একাধিক অফিস বলপূর্বক দখল করেছে তারা।' একই ঘরের হাতবদলকে ঘিরে হুগলির রাজনৈতিক ময়দানে এখন শুরু হয়েছে নতুন করে তপ্ত বাকযুদ্ধ।

শিশু ছাত্রীকে মারধর কাঠগড়ায় গৃহশিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পড়া না পারার কারণে টিউশনে শিশু ছাত্রীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। মারধরের ফলে শিশুর শরীরের একাধিক জায়গায় দাগ পড়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনা ঘটেছে সালানপুর থানার অন্তর্গত রূপনারায়ণপুর এলাকায়। অভিযুক্ত শিক্ষিকা গার্গী ঘোষ রূপনারায়ণপুর দুর্গামন্দির সংলগ্ন বিনায়ক কমপ্লেক্সের বাসিন্দা। তিনি টিউশন পড়াতেন। পড়া না পারায় শিশুটিকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ শিশুটির পরিবারের। ঘটনার বিষয়ে সালানপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে! পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে, মারধরের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন শিক্ষিকা গার্গী ঘোষ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ঝুংকা শাখা
পোঃ এবং গ্রাম - ঝুংকা
ব্লক - বেলডাঙ্গা - ১
মুর্শিদাবাদ - ৭৪২ ১৩৪ (পশ্চিমবঙ্গ)

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - ৪, অ্যানেক্সার - ৩

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ০৫.০৮.২০২৬ **তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন যা ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতাদের আহ্বান জানিয়েছিল :**

১. **মেসার্স উর্মিলা ক্লথ স্টোর, প্রোপ্রাইটর শ্রী সাজ্জাদ আলী,** পিতা- মোহাম্মদ নিরাজুল সেখ, গ্রাম এবং পোঃ ঝুংকা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১৩৪।
২. **শ্রী সাজ্জাদ আলী (প্রোপ্রাইটর এবং বন্ধকদাতা), মেসার্স উর্মিলা ক্লথ স্টোর-এর প্রোপ্রাইটর,** পিতা- মোহাম্মদ নিরাজুল সেখ, গ্রাম এবং পোঃ ঝুংকা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১৩৪।
৩. **শ্রী বটকর আলী (গ্যারান্টার),** পিতা- ইস্টার আলী, গ্রাম এবং পোঃ ঝুংকা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১৩৪।
৪. **শ্রী মমিনুল হক (গ্যারান্টার),** পিতা- কিয়ামতউল্লাহ শেখ, গ্রাম এবং পোঃ - ঝুংকা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১৩৪।

আমাদের **ঝুংকা ব্রাঞ্চের** সাথে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **০৫.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১০,৫৩,৮৯১.২৬ টাকা (দশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আটশো একানব্বই টাকা এবং ছাব্বিশ পয়সা)** পরিশোধ করার জন্য
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, উক্ত রুলস এর রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ (৪) ধারা অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই **২০২৬ সালের ২ নভেম্বর তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তিটি নিয়ে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিটির সাথে কোনো লেনদেন **২৮.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর **১০,৯৩,৪৩৩.৬৯ টাকা (দশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার চারশো তেত্রিশ টাকা এবং উনসত্তর পয়সা)** এবং তার উপর সুদের জন্য চার্জের সাপেক্ষে হবে।
''আমরা সারফেসি অ্যাক্ট এর ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস এর বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তির অধিকারগুলির সাথে সম্পর্কিত''।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
গ্রাম - ঝুংকা, ভাবতা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ ঝুংকা, থানা বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৪, মৌজা - ঝুংকা, জে. এল. নং ৪৮, খতিয়ান নং ৬৩৮১ (এলআর), প্লট নং ২৬৩৮ (এলআর), এলাকা ০.০১১ একর বাড়ি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ জমি এবং এর উপর অবস্থিত নির্মাণের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি পশ্চিমবঙ্গ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, এডিএসআর - বেলডাঙ্গা-তে ১৫.১২.২০১৭ তারিখের ডিড নং ১-৯৬৪৮ অনুযায়ী **শ্রী সাজ্জাদ আলীর নামে নিবন্ধিত,** যা বুক নং ১, ভলিউম নং ১২০৬-২০১৭, ১৪৭৯১০ থেকে ১৪৭৯২২ নং পৃষ্ঠায় প্রবেশ করানো হয়েছে।
উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ - উত্তরে : নালা, দক্ষিণে : বাবর আলী সেখ-এর সম্পত্তি, পূর্বে : এজমালি লেন এবং অবশিষ্ট জমি, পশ্চিমে : জাফর আলী খান-এর সম্পত্তি।

দ্রষ্টব্য : ২৮.১০.২০২৬ তারিখের পূর্ববর্তী দখল বিজ্ঞপ্তি প্রযুক্তিগত কারণে অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং এই বিজ্ঞপ্তিটিকে নতুন দখল বিজ্ঞপ্তি হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

তারিখ : ০২.১১.২০২৬
স্থান : ঝুংকা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

হাঁড়িকাঠে মৃত্যুর মুখোমুখি!

কীভাবে ত্রিবেণীর ডাকাত কালীর কৃপায় প্রাণ বেঁচেছিল সাধক রামপ্রসাদের?

বনস্পতি দে

হুগলি: হুগলি জেলা মানেই এক অনন্য কালীতীর্থ, যার ছত্রে ছত্রে জড়িয়ে রয়েছে অলৌকিক ইতিহাস ও প্রাচীন জনশ্রুতি। হুগলির মগরা থানার অন্তর্গত ত্রিবেণীর বাসুদেবপুরের প্রাচীন ডাকাত কালীমন্দিরটির সঙ্গে গভীরভা বে জড়িয়ে রয়েছে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের নাম। কথিত রয়েছে, প্রায় তিনশত বছর আগে এই জনমানবহীন ঘন জঙ্গলাকীর্ণ এলাকাতেই রামপ্রসাদ সেনকে বলির জন্য ধরে এনেছিল কুখ্যাত রঘু ও বুধো ডাকাতের দল।

একসময়ে ত্রিবেণীর কাছে সরস্বতী নদী ও গঙ্গার মধ্যবর্তী



বাসুদেবপুর অঞ্চলটি ছিল ঘন জঙ্গলে ঘেরা এবং ডাকাতদের গোপন আস্তানা। জনশ্রুতি অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশ থেকে ফেরার পথে সাধক রামপ্রসাদ ত্রিবেণীর খেয়াঘাটের কাছে রঘু ডাকাতের খপ্পরে পড়েন। ডাকাত দল তাঁদের আরাধ্যা দেবী কালীর উদ্দেশ্যে বলি দেওয়ার জন্য রামপ্রসাদকে ধরে এনে হাড়িকাঠে বাঁধে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাধক রামপ্রসাদ দেবীর কাছে শেষ গান গাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। গান শুরুর পরেই ঘটে অলৌকিক ঘটনা। রামপ্রসাদ যখন গাইতে শুরু করেন, 'তিলেক দাঁড়া ওরে শমন বদনভরে মাকে ডাকি, আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী আসেন কিনা আসে দেখিখ' তখন বলির খাঁড়া হাতে তোলা ডাকাত সর্দার হাঁড়িকাঠে রামপ্রসাদের পরিবর্তে স্বয়ং মা কালীর রক্তচক্ষু ও অভয় রূপ দর্শন করে। ডাকাতরা সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে রামপ্রসাদকে মুক্ত করে এবং সসম্মানে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

কালের নিয়মে ঘন জঙ্গল সাফ হয়ে এলাকাটি আধুনিক জনপদে পরিণত হলেও মন্দিরে দেবীর আরাধনার প্রাচীন ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। এখানে মা দেবী 'দক্ষিণা কালী' বা সিদ্ধেশ্বরী রূপে পূজিতা হন, যার হাতে খড়্গের বদলে শোভা পায় এক বিশেষ তলোয়ার। কালীপুজোর দিনে এখানে আজও গভীর রাতে বিশেষ বলির প্রথা পালন করা হয় এবং বলির পূর্বে পাশের ঐতিহাসিক পুকুর থেকে ল্যাটা মাছ ধরে পোড় ভোগ হিসেবে মাকে নিবেদন করা হয়। মন্দিরের প্রবেশদ্বারেই আজও শোভা পায় রঘু ও বিধু ডাকাতের প্রতিচ্ছবি ও স্মৃতিচিহ্ন। হুগলি জেলার মগরা ব্লকের অন্তর্গত বাসুদেবপুর গ্রামে অবস্থিত এই মন্দিরে পৌঁছাতে হাওড়া-কাটোয়া লাইনের ত্রিবেণী বা মগরা স্টেশনে নেমে স্থানীয় অটো বা টোটো ব্যবহার করা যায়।

অলৌকিক মাহাত্ম্য ও লোকবিশ্বাসে আজও জাগ্রত তিরোলের ক্ষ্যাপা কালী

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: ইতিহাস, লোকবিশ্বাস আর আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনে আজও সমানভাবে জনপ্রিয় হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার তিরোল গ্রামের ক্ষ্যাপা কালী মন্দির। বর্ধমান সীমান্তবর্তী এই গ্রামে অধিষ্ঠিত মা সিদ্ধেশ্বরী কালী ভক্তদের কাছে 'ক্ষ্যাপা কালী' নামেই বিশেষ পরিচিত। প্রায় ৫০০ থেকে ৭০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে নানা অলৌকিক কাহিনি, প্রাচীন লোকবিশ্বাস এবং অসংখ্য মানুষের গভীর আস্থা। বিশেষ করে মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষের সুস্থতা কামনায় এই মন্দিরে ভক্তদের আগমন বহুদিনের প্রচলিত রীতি। দীপান্বিতা অমাবস্যায় বিশেষ কালীপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই তিরোল গ্রামে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী, প্রাচীনকালে তিরোল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ছিল গভীর জঙ্গলে ঘেরা। সেই সময় এক সাধক নির্জন এই স্থানে মা কালীর আরাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। পরবর্তীকালে দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে মৃত্যুর



আগে তিনি পুজোর দায়িত্ব তিরোলের তৎকালীন জমিদার চক্রবর্তী পরিবারের হাতে অর্পণ করেন। সেই থেকেই বংশপরম্পরায় চক্রবর্তী পরিবার এই পুজোর দায়িত্ব পালন করে আসছে। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে নানা পরিবর্তনের মধ্যেও অটুট রয়েছে এই প্রাচীন পুজোর ঐতিহ্য। মা সিদ্ধেশ্বরী কালী কীভাবে 'ক্ষ্যাপা কালী' নামে পরিচিত হলেন, তা নিয়েও রয়েছে প্রচলিত লোককথা। ভক্তদের বিশ্বাস, মানসিক ভারসাম্যহীন ও মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত মানুষকে মায়ের কাছে নিয়ে এসে পুজো দেওয়া হলে দেবীর কৃপায় তাঁদের সুস্থতা ফিরে আসে। এই বিশ্বাস থেকেই ধীরে ধীরে দেবীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে যায় 'ক্ষ্যাপা কালী' পরিচিতি। দূরদূরান্ত থেকে বহু পরিবার তাঁদের প্রিয়জনকে নিয়ে এই মন্দিরে আসেন এবং মায়ের কাছে আরোগ্য কামনা করেন।

মন্দিরের অন্যতম আকর্ষণ মায়ের বিশেষ পবিত্র 'লোহার বালা'। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে মন্দিরে নিয়ে এসে নিয়ম মেনে পুজো দেওয়ার পর তাঁর হাতে এই বালা পরিয়ে দেওয়া হয়। ভক্তদের লোকবিশ্বাস, মায়ের আশীর্বাদে এই বালা ধারণ করে বহু মানুষ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। এই বিশ্বাস ও প্রাচীন রীতিকে কেন্দ্র করেই তিরোলের ক্ষ্যাপা কালী মন্দিরের মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন এলাকায়। তবে এই ধরনের আরোগ্যের দাবি মূলত ভক্তদের বিশ্বাস ও জনশ্রুতির অংশ।

এই মন্দিরের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শ্রীশ্রী মা সারদা দেবীর নামও। কথিত আছে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মৃত্যুর পর মা সারদা দেবী তাঁর মানসিক ভারসাম্যহীন ভাইঝি রাধু এবং বৌদিকে সুস্থতার আশায় তিরোলের ক্ষ্যাপা কালী মন্দিরে পাঠিয়েছিলেন। লোককথা অনুযায়ী, মায়ের কৃপায় তাঁরা সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই কাহিনি মন্দিরের ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করেন ভক্তরা। মন্দিরের দেবী বিগ্রহও এক বিশেষ ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। এখানে মায়ের মূল বিগ্রহ মাটির তৈরি। প্রচলিত স্বপ্নাদেশ ও প্রথা মেনে প্রতি ২০ থেকে ২৫ বছর অন্তর এই বিগ্রহ পুনর্নির্মাণ করা হয়। প্রাচীন রীতি অনুসারে, তারকেশ্বরের দশঘড়ার বিশ্বাস বাড়ির দুর্গাপ্রতি

রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে পচা খাবার, পোড়া তেল!

নবদ্বীপে অভিযানে নেমে দুই প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: হোটেল ও রেস্তোরাঁয় খাবারের গুণগত মান এবং পরিচ্ছন্নতা নিয়ে একাধিক অভিযোগের মধ্যেই নবদ্বীপে বিশেষ অভিযানে নামল ফুড খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। সামনে নবদ্বীপে ঐতিহ্যবাহী রাসযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হবে। তার আগে মঙ্গলবার দুপুরে শহরের বিভিন্ন হোটেল ও খাবারের দোকানে হানা দিয়ে পচা খাবার, মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী এবং পোড়া তেলের সন্ধান পেলেন আধিকারিকরা। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের রান্নাঘরের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশও নজরে আসে। একাধিক গাফিলতির অভিযোগে দু'টি প্রতিষ্ঠানকে সাত দিন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে নোটিস ধরানো হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক ১২টা নাগাদ মণিপুর মোড় এলাকার একটি হোটেল থেকে অভিযান শুরু হয়। সেখানে একাধিক



অসঙ্গতি নজরে আসায় কর্তৃপক্ষকে নোটিস দেওয়া হয়। এরপর পার্শ্ববর্তী এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় গিয়ে রান্নাঘরের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ-সহ একাধিক সমস্যা দেখতে পান খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। সেখানে পচা খাবার ও অন্যান্য অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। ওই রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশের আরও একটি খাবারের দোকানেও অনিয়ম ধরা পড়ায় নোটিশ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে মণিপুর এলাকার অন্য একটি হোটেলে অভিযান চালিয়েও একাধিক গাফিলতি সামনে আসে। সেখানেও বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযান শেষে ফুড সেফটি দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, এদিন মোট চার থেকে পাঁচটি হোটেল ও খাবারের দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের রান্নাঘরের অবস্থা অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ছিল। কোথাও পচা খাবার, মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী এবং পোড়া তেল পাওয়া গিয়েছে। ওই সমস্ত সামগ্রী বাতিল করানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাত দিনের সময় দিয়ে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। এরপর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। তিনি আরও জানান, দুটি প্রতিষ্ঠানকে আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি বড় রেস্তোরাঁর খাদ্য সুরক্ষা লাইসেন্সের মেয়াদও উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে বলে নজরে এসেছে। সেই প্রতিষ্ঠানকেও নোটিস দেওয়া হয়েছে। নবদ্বীপে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও নিয়মিত চলবে। অন্যদিকে, বন্ধ রাখার নির্দেশ পাওয়া একটি রেস্তোরাঁর মালিকের দাবি, প্রায় কুড়ি বছর ধরে তাঁরা এই ব্যবসা চালাচ্ছেন। বর্তমানে সেখানে ১০ জন কর্মী রয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, মূলত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে সাত দিন রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। তবে তাঁর দাবি, কোনও মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার পাওয়া যায়নি এবং খাবার বা অন্য কোনও সামগ্রী বাজেয়াপ্তও করা হয়নি। শহরের হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলিতে খাবারের গুণমান এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে ফুড সেফটি দপ্তরের এই অভিযান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী দিনেও এই নজরদারি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

J.G.Chemicals Limited

Adventz Infinity@5, Unit No. 1511, Street No. 18, BN Block,
Sector – V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091, India,
Email: corporate@jgchem.com | Web: www.jgchem.com
CIN: L24100WB2001PLC093380

Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Six Months ended 30th September 2026

(₹ in Crores except EPS data)

Particulars	Quarter ended			Half year ended		Year ended
	30-09-2026 (Unaudited)	30-06-2026 (Unaudited)	30-09-2025 (Unaudited)	30-09-2026 (Unaudited)	30-09-2025 (Unaudited)	31-03-2026 (Audited)
Revenue from operations	361.01	315.65	220.28	676.66	438.29	972.93
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	37.25	34.97	20.35	72.22	42.20	92.11
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	37.25	34.97	20.35	72.22	42.20	92.11
Net Profit / (Loss) for the period after tax	27.95	26.12	15.03	54.07	31.39	68.65
Total comprehensive income for the period	4.55	2.43	-	6.98	2.24	1.71
Paid up Equity Share Capital [Face value Rs.10 per share]	39.19	39.19	39.19	39.19	39.19	39.19
Total Reserves	-	-	-	-	-	489.23
Earnings per Equity Share (of ₹10 each) -Basic and Diluted (Not Annualised*)	*6.81	*6.40	*3.67	*13.21	*7.70	16.81

Notes :

1. Additional information on Unaudited Standalone Financial Results is as follows: (₹ in Crores)

Particulars	Quarter ended			Half year ended		Year ended
	30-09-2026 (Unaudited)	30-06-2026 (Unaudited)	30-09-2025 (Unaudited)	30-09-2026 (Unaudited)	30-09-2025 (Unaudited)	31-03-2026 (Audited)
Revenue from operations	100.27	95.89	59.60	196.16	130.57	288.95
Profit before exceptional item and tax	8.75	11.37	5.53	20.13	14.00	28.71
Profit before tax	8.75	11.37	5.53	20.13	14.00	28.71
Profit after tax	6.59	8.50	4.14	15.08	10.51	21.45

2. The Unaudited Consolidated Financial Results and Unaudited Standalone Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 3rd November, 2026. The Statutory Auditors have given Limited Review Report on these results.
3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter ended September 30, 2026 are available on the BSE Limited website (URL: www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited website (URL: www.nseindia.com) and on the Company's website (URL: www.jgchem.com).
4. These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time.

Date : 03.11.2026
Place: Kolkata

By order of the Board
For J.G.Chemicals Limited
Sd/-
Suresh Jhunjhunwala
Chairman and Whole-time Director

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

সাগরদিঘি ব্রাঞ্চ
লালগোলা মহারাজা রোড, পোঃ - রঘুনাথগঞ্জ, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলী দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা / চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাগরদিঘি ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(দের) / গ্যারান্টার(দের) কাছ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাগরদিঘি ব্রাঞ্চ (সিকিউরড পাওনাদার)**-এর প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য **২০.১১.২০২৬ তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যেমন যা আছে ভিত্তিতে" এবং "যা কিছু আছে ভিত্তিতে"** বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হলো :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সিকিউরড পাওনাদারদের বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. শ্রী আজারুল হক (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা- নজরুল হক গ্রাম - পোপাড়া, পোঃ এবং থানা সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৬। **২. শ্রীমতী জেসমিন বিবি (গ্যারান্টার),** স্বামী- আজারুল হক, গ্রাম - পোপাড়া, পোঃ এবং থানা সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৬। **খ) সাগরদিঘি শাখা**	০৭.০৩.২০০৩ তারিখের গিফট ডিড নং ১-১৫২৫/২০০৩ এবং ১৮.০২.২০০৪ তারিখের I-2788/2004 অনুযায়ী **শ্রী আজারুল হক-এর নামে,** মৌজা - পোপাড়া, থানা - সাগরদিঘি, জেএল নং ৮৮, খতিয়ান নং এলআর ২৬৫৯, দাগ নং এলআর ২৯৫৭ এর অধীনে ৯.০০ ডেসিম্যাল জমির এলাকার সাথে জমি এবং ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির প্রকৃতি বাড়ি। **যা নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ :** উত্তরে : রাহেদ শেখ -এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : মঙ্গল প্রামাণিক-এর সম্পত্তি, পূর্বে : কংক্রিটের রাস্তা, পশ্চিমে : ডা. চাঁদসী-এর সম্পত্তি।	**৬৫,১৮,৫২৬.০০ টাকা** (পঁয়ষট্টি লক্ষ আঠারো হাজার পাঁচশো ছাব্বিশ টাকা) ০৬.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ/চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	**ক) ৫০,২৪,০০০.০০ টাকা (*)** (পঞ্চাশ লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা) **খ) ৫,০২,৪০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ দুই হাজার চারশো টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB11302262816** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) ১. শ্রীমতী জেসমিন বিবি (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** স্বামী- আজারুল হক, গ্রাম - পোপাড়া, পোঃ এবং থানা - সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৬। **২. শ্রী আজারুল হক, (গ্যারান্টার / বন্ধকদাতা),** পিতা- নজরুল হক, গ্রাম - পোপাড়া, পোঃ এবং থানা - সাগরদিঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৬। খ) সাগরদিঘি শাখা	১১.০৯.২০১২ তারিখের গিফট ডিড নং ১-৪৯০০ অনুযায়ী **শ্রীমতী জেসমিন বিবি-এর নামে,** মৌজা পোপাড়া, পোঃ এবং থানা - সাগরদিঘি, জে.এল. নং ৮৮, খতিয়ান নং ৪৫৪৩, দাগ নং ২৯৫৭ এর অধীনে ২.৫ ডেসিম্যাল জমির এলাকার সাথে ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির প্রকৃতি বাড়ি। যা **নিম্নলিখিতভাবে বেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ :** উত্তরে : আবদুস সামাদ শেখ-এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : বানীব্রত দাস-এর সম্পত্তি, পূর্বে : অনিন্দিতা প্রধান-এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : অনিন্দিতা প্রধান-এর সম্পত্তি।	**৪২,৯২,৩১৩.০০ টাকা** (বিয়াল্লিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার তিনশো তেরো টাকা) ০৪.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ/চার্জ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়।	**ক) ৭,৮৭,৫০০.০০ টাকা (*)** (সাত লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশো টাকা) খ) ৭৮,৭৫০.০০ টাকা (আটাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30101944135** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের বেশি হওয়া উচিত।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় তারিখ - ২০.১১.২০২৬; সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণ করার জন্য বিডারদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড** -এর ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) পরিদর্শন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড, হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ই-মেইল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরগুলিতে কল করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড** -এর সাথে নিবন্ধনের অবস্থা এবং ইএমডি-র অবস্থার জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : এটি ঋণগ্রহীতা(দের) / বন্ধকদাতা(দের) / গ্যারান্টার(দের)-র জন্যও একটি নোটিশ

তারিখ : ৩১.১০.২০২৬
স্থান : সাগরদিঘি

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কান্দি শাখা
নূতনহাট থানা রোড, পো. এবং থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২ ১৩৭

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ সালের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৮(৬) এবং ৯(১) অনুবিধির অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কান্দি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২০.১১.২০২৬ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কান্দি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২,৪২,৩৫,৮৩০.০০ টাকা (দুই কোটি বিয়াল্লিশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশ তিরিশ টাকা)** (বিবি ১,৫৩,৩৯,৯৯২.৫৮ টাকা এবং এমওআই + এমএলই + এমওএক্স ৮৮,৯৫,৮৩৭.৪২ টাকা) **০৭.১০.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এইচ এস অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম, অংশীদারগণ : (১) শ্রী বাবর আলি এবং (২) শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ,** গ্রাম এবং পো - কুন্দল, থানা - বারওয়ান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৬৮ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি-এর পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এইচ এস অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম অংশীদারগণ : ১. শ্রী বাবর আলি,** **২. শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ,** গ্রাম এবং পো : কুন্দল, থানা : বারওয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন -৭৪২১৬৮। **অংশীদার/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : শ্রী বাবর আলি** পিতা প্রয়াত ইনাল হক, গ্রাম : কাটনা, পো : নবদুর্গা, থানা : বারওয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৬৮। **অংশীদার/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ,** পিতা কালু শেখ, গ্রাম -বালিয়াহাট, পো : কান্দি, বালিয়া, থানা -খারগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৭। **খ) কান্দি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকদত্ত দলিল নং ২২৮/২০২০, তারিখ ১০.০১.২০২০, জেএল নং ০১২, মৌজা - কুন্দল, থানা : বারওয়ান, অবস্থিত মৌজা - কুন্দল, জেএল নং ০১২, থানা : বারওয়ান , কল্যাণপুর-২ জিপি (গ্রাম পঞ্চায়েত) অধীন, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পব, পিন- ৭৪২১৬৮ নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে : খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৭, এলআর প্লট নং ৭৮৮, মোট এরিয়া : ৬০.৭৫ ডেসিমেল, শ্রেণি -পোলট্রি (লোয়ার ফার্মিং) **সম্পত্তি শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৭, এলআর প্লট নং ৭৮৮, মোট এরিয়া ৬০.৭৫ ডেসিমেল, শ্রেণি -পোলট্রি (লেয়ার ফার্মিং) **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ১১২৯, এলআর প্লট নং ১১৪৬, মোট এরিয়া : ২.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি - আমন, **সম্পত্তি শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট এরিয়া : ০.৭৫ ডেসিমেল, শ্রেণি - আমন, **সম্পত্তি শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ,** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫, মোট এরিয়া : ০.২৫ ডেসিমেল, শ্রেণি -আমন, **সম্পত্তি শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ,** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২,মোট এরিয়া : ১.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি -আমন, **সম্পত্তি শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ,** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলাার প্লট নং ৭৮১, মোট এরিয়া : ২.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি - আমন, **সম্পত্তি শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ,** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলাার প্লট নং ৭৮১, মোট এরিয়া : ২.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি - আমন, **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট এরিয়া : ০.৭৫ ডেসিমেল, শ্রেণি- আমন, **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫, মোট এরিয়া : ০.২৫ ডেসিমেল, শ্রেণি- আমন, **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২, মোট এরিয়া : ১.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি- আমন, **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট এরিয়া : ২.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি- আমন, **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে।	**২,৪২,৩৫,৮৩০.০০ টাকা (দুই কোটি বিয়াল্লিশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশ তিরিশ টাকা)** (বিবি ১,৫৩,৩৯,৯৯২.৫৮ টাকা এবং এমওআই + এমএলই + এমওএক্স ৮৮,৯৫,৮৩৭.৪২ টাকা) **০৭.১০.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৯২,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (বিরানব্বই লাখ টাকা) **খ) ৯,২০,০০০.০০ টাকা** (নয় লাখ কুড়ি হাজার টাকা) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30295237019** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) স্বত্ব দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়- তারিখ - ২০.১১.২০২৬ সময় - সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম- https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য বিডারদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর** ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০**, ইমেইল আইডি- **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com**-এ ই-মেইল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন- **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০-তে যোগাযোগ করুন।
https: //baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/অংশীদার(গণ)-এর জন্যও একটি বিজ্ঞপ্তি

তারিখ- ৩১.১০.২০২৬/স্থান : কান্দি

অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লি.

নিবন্ধিত কার্যালয় : ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ১৪ জামশেদজি টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
ব্রাঞ্চ অফিস (বারাসাত ব্রাঞ্চ) : ২য় ফ্লোর, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন-৭০০১২৭, ব্রাঞ্চ মেইল আইডি : **barasat@gichf.co.in**
ব্রাঞ্চ অফিস (দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ) : এমএনএভি-২০, নর্থ অ্যাভিনিউ, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩২১৬।
ব্রাঞ্চ মেইল আইডি : **durgapur@gichfindia.com**
অনুমোদিত অফিসার অরিজিৎ ঘোষ। মোবাইল : ৮১০৫৮৪০৯২২
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং নম্বর : সোহম কুণ্ডু ৭০০৩১৯৮৬৭১ (বারাসাত ব্রাঞ্চ), সুভাষ মান্না ৬২৯৬৭২৩২২৩ (দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলামের তারিখ : ২৬.১১.২০২৬ / বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৫.১১.২০২৬

যেহেতু জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড (জিআইসিএইচএফএল)-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাদের উক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়ে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন। যাইহোক, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতারা উক্ত বকেয়া লোনের পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, জিআইসিএইচএফএল-এর অনুমোদিত অফিসাররা উক্ত রুলস এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্ট এর ধারা ১৩(৪) এবং ধারা ১৪ এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির বাস্তবিক দখল নিয়েছেন।

ক্রম নং	লোন ফাইল নং/ ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতার নাম/ শাখার নাম	সম্পত্তির ঠিকানা/সম্পত্তির এলাকা (বর্গফুটে বিল্ট আপ)	দাবি নোটিশ পাঠানোর তারিখ	বাস্তবিক দখলের তারিখ	০২.১১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া এবং অন্যান্য চার্জ (পিএএস, সুদ সহ) (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	**ঋতু রাজ পান্ডে/ মনোরমা পান্ডে WB0770600000174 (বারাসাত ব্রাঞ্চ অফিস)**	আর.এস.-দাগ ৩০৮১-তে অবস্থিত বিল্ডিং যার নাম শুভম প্লাজা-এর সাথে প্

দেশজুড়ে ছড়িয়েছে জাল ২০ টাকার কয়েন

৬ রাজ্যে চলছিল কারখানা, গ্রেপ্তার ৬

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর: আনুমানিক ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ২০ টাকার ভুয়ো কয়েন বানিয়ে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে একটি চক্র। হরিয়ানা, দিল্লি, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে এই জালিয়াতির কারবার চালাত দলটি। পুলিশের হিসাব অনুযায়ী, ৭০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ভুয়ো কয়েন ছড়িয়ে পড়েছে বাজারে। ঘটনায় মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই পাঁচ জনকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে, দেশ জুড়ে বিভিন্ন রাজ্যে এই ভুয়ো কয়েনের কারবার চালাচ্ছেন তাঁরা। তার মধ্যে রয়েছে রাজধানী দিল্লিও। মূল অভিযুক্ত এর আগেও ভুয়ো কয়েন বানানোর অপরাধে শাস্তি পেয়েছেন। তদন্তকারীদের মতে তিনিই এই জাল কয়েন চক্রের মূলচক্রী। জেরায় কয়েন বানানোর বিস্তারিত পদ্ধতি জানা গিয়েছে।



পুলিশ সূত্রে খবর, এক দল ব্যক্তি হরিয়ানার সোনিপত জেলায় বিগত ১০ মাস ধরে নাটবল্টু বানানোর আড়ালে এই ভুয়ো কয়েন বানাচ্ছিলেন। ১৩ সেপ্টেম্বর সাহরানপুর থানার পুলিশ তাঁদের পাঁচ জনকে আটক করে। বাজেয়াপ্ত হয় ছ'টি বিরাট উৎপাদন যন্ত্র। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, সোনিপতে পুলিশি অভিযানের আশঙ্কা ছিল। এক সঙ্গীকে দিল্লি পুলিশ আগেই গ্রেপ্তার করেছিল। তাই যন্ত্রপাতি নিয়ে তড়িঘড়ি উত্তরপ্রদেশে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। এক চরের মারফৎ তাঁদের অবস্থানের খবর মেলে। তিনি জানান, তিন জন সন্দেহজনক ব্যক্তি ৫০০ বর্গ ফুটের একটি জায়গা খুঁজছে। উদ্দেশ্য, উৎপাদনের জন্য ভারী যন্ত্রপাতি লাগানো। সেই সূত্র ধরে তীতরোঁ এলাকায় উপকার লুথরা ওরফে অভয়প্রতাপ সিংকে, সাহরানপুর থেকে হিমাংশু ওরফে গুল্লুকে ও মুজফ্‌ফরনগর থেকে কুলদীপকে আটক করে পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, আরও দুই সঙ্গী সন্তোষ চৌরাসিয়া ওরফে জনার্দন ও অনুরাগ পাল ওরফে লঙ্কেশ কাছেই একটি মোড়ে গাড়ি নিয়ে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন। পুলিশ দ্রুত সেখানে পৌঁছে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে।

গাড়ির ভিতর থেকে বাজেয়াপ্ত হয় ভারী যন্ত্রপাতি। পাওয়া যায় ৬ হাজার ৪০০ ভুয়ো ২০ টাকার কয়েন। তার মূল্য ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। তাছাড়াও মেলে অসম্পূর্ণ বেশ কিছু কয়েন। সে সব মিলিয়ে মোট মূল্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। বিহার পুলিশের সঙ্গে একটি যৌথ অভিযানে সাহরানপুরের পুলিশ বিহারের মধুবনী থেকে আরও এক অভিযুক্ত মিথিলেশ চৌরাসিয়াকে গ্রেপ্তার করে। তিনি অভিযুক্ত সন্তোষ চৌরাসিয়ার ভাই। পুলিশের দাবি, তিনি এই চক্রটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল কয়েন বানানোর পর্যাপ্ত কাঁচামাল জোগান দেওয়া।

ধৃতদের দেওয়া জবানবন্দি অনুযায়ী, এ সব মুদ্রা বানাতে কয়েন-পলিশিং মেশিন, গ্রাইন্ডিং স্টোন, ডাই, হাতুড়ি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হত। এক পুলিশ আধিকারি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রতিটি নকল ২০ টাকার কয়েন তৈরি করতে তাঁদের খরচ হত প্রায় ৫ থেকে ৬ টাকা। প্রতিদিন প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার ভুয়ো কয়েন বানানো হত।'

'ভাইফোঁটা পর্যন্ত আর কোনও সভা, মিছিল, ধরনা যেন না-হয়'

দিল্লির বণিকসভার চিঠি পুলিশ কমিশনারকে

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর: উৎসবের মরশুমের বাকি দিনগুলিতে ব্যবসায় আর কোনও ব্যাঘাত চাইছেন না দিল্লির ব্যবসায়ীরা। আগামী ১১ নভেম্বর (ভাইফোঁটা) পর্যন্ত তাই দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে সব ধরনের সমাবেশ, মিছিল, ধরনা নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এই মর্মে দিল্লির পুলিশ কমিশনার অনুরাগ কুমারকে একটি চিঠিও পাঠিয়েছে চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিটিআই)। বণিকসভার দাবি, গত এক মাসে (১ অক্টোবর-১ নভেম্বর পর্যন্ত হিসেবে) ব্যবসায়ীদের প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়ে গিয়েছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে দিল্লিতে ধারাবাহিক প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে। কখনও 'ককরোচদের' যন্তর মন্তর অভিযান ঘিরে উত্তপ্ত হয়েছে দিল্লি। কখনও আবার বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র নির্বাচন সদন অভিযান ঘিরে ছড়িয়েছে উত্তেজনা। ভিড় হয়েছিল রাহুল গান্ধিদের সুপ্রিম কোর্ট অভিমুখে মিছিলেও। গত রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে 'ইন্ডি'র



সমাবেশের দিন রাজধানীর বিভিন্ন বাজার এলাকায় বহু দোকান বন্ধ ছিল। ওই সমাবেশে আগে থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছিল বণিকসভা। সমাবেশ শেষের সন্ধ্যায় তারা জানায়, বিরোধী জোটের সমাবেশের জেরে ব্যবসায়ীদের আনুমানিক ১০-১১ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ছাড়া যন্তর মন্তর, কনট প্লেস, প্যাটেল চক এবং জনপথের আশপাশের এলাকায় বিক্ষোভের জেরেও প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার লোকসান হয়েছে বলে দাবি বণিকসভার।

বণিকসভার বক্তব্য, দিল্লির প্রায় ২০ লক্ষ ব্যবসায়ী এবং ৭৫ লক্ষ কর্মীর কাছে আগামী কয়েক দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ব্যবসার ওই ভরা মরশুমের বাকি দিনগুলিতে কনট প্লেস, যন্তর মন্তর, রামলীলা ময়দান, ইন্ডিয়া গেট, রাজঘাট বা দিল্লি গেটের আশপাশে কোনও প্রতিবাদ মিছিল বা সমাবেশে অনুমতি না-দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে তারা। বিকল্প হিসেবে প্রয়োজনে বুরাড়ি, আলিপুর, জাসোলা বা যমুনা খাদারের মতো এলাকাগুলি বিবেচনা করে দেখতে বলেছে তারা পুলিশকে।

এ বার দিল্লির পুলিশপ্রধানকে চিঠি পাঠিয়ে পরিস্থিতির কথা ফের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। বণিকসভার হুঁশিয়ারি, এই উৎসবের মরশুমে বিক্ষোভের জেরে ফের ব্যবসায় বিঘ্ন ঘটলে, যাঁরা বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজকদের হাতেই দোকানের চাবি দিয়ে দেবেন ব্যবসায়ীরা।

আমদাবাদে অফিসে আগুন থেকে বাঁচতে ঝাঁপ, মৃত ১

আমদাবাদ, ৩ নভেম্বর: আমদাবাদে একটি তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার অফিসে বিধ্বংসী আগুন। প্রাণ বাঁচাতে বহুতল থেকে ঝাঁপ দেন কর্মীরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল, বিক্ষোভ ঠেকাতে পালটা কাঁদানে গ্যাস

ঢাকা, ৩ নভেম্বর: বাংলাদেশে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ অব্যাহত মঙ্গলবারেও। মঙ্গলবার ঢাকার মিরপুরে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়। সকালে মিরপুরের ১১ নম্বর মেট্রোস্টেশনের কাছে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন পোশাকশ্রমিকদের একাংশ। জমায়েত থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়া হয়। জমায়েত হটাতে পাল্টা সাউন্ড গ্রেনেড এবং কাঁদানে গ্যাসের সেল ছোড়ে পুলিশ। লাঠিচার্জও করা হয়। ঘটনায় মোট ৩০ জনের জখম হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।

বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'প্রথম আলো'-র প্রতিবেদন অনুসারে, মঙ্গলবার সকালেই মিরপুরের কয়েক জায়গায় কাঠের আসবাব জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান পোশাকশ্রমিকদের একাংশ। বিক্ষোভ ঠেকাতে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী। বেলা বাড়তেই

ঢাকার পর উত্তপ্ত গাজিপুর

মিরপুর-১০ নম্বর, নাল্লা মার্কেট এলাকার বিভিন্ন গলি এবং মিরপুর-১২ নম্বরের দিক থেকে দলে দলে শ্রমিক এসে বিক্ষোভে যোগ দিতে থাকেন। এক সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করেন তাঁরা। পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় বেশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করার কথা জানিয়েছে পুলিশ।

ন্যূনতম মাসিক বেতন ৩০ হাজার টাকা (ভারতীয় মুদ্রায় ২৩ হাজার টাকা) করার দাবিতে গত কয়েক দিন ধরেই বিক্ষোভ শুরু করেছেন বাংলাদেশের পোশাকশ্রমিকেরা। রবিবার সকালেও প্রতিবাদে নামেন আন্দোলনকারীরা। মিরপুর এবং গাজীপুরের কিছু এলাকায় বিক্ষোভ হিংসাত্মক রূপ নেয়। আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় রাস্তার উপরে। কোথাও পোড়ানো হয় পুলিশের গাড়ি, কোথাও অগ্নিসংযোগ হয় পিকআপ ভ্যানে। রবিবারের ওই অশান্তির ঘটনায় রাতেই ঢাকা এবং গাজীপুরে ধরপাকড় শুরু হয়।

DUBRAJPUR PANCHAYAT SAMITI
DUBRAJPUR BIRBHUM
Abridged Notice Inviting Tender
Tender Notice No - 19/DPS/2026
(SBM G & 16th CFC)
Memo No-851/DPS/2026
Dated-02/11/2026
Executive Officer, Dubrajpur Panchayat Samiti invites Tenders for 5(Five) nos of work closed on 18.11.2026 at 06.55 PM. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website tenders.wb.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Dubrajpur Panchayat Samiti
Dubrajpur, Birbhum

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM
WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/NIT– 19/2026-2027
Memo No:-2158/PWD/BM/2026-2027, Dated-02.11.2026
Number of Work:-01 (One) Sl. No. 1
Name of work: Procurement of Tube well materials of supply of drinking water at different places within in ward nos.1 to 22 under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission 17.11.2026 at 11:00 AM for details see Bolpur Municipality.
Notice Board & Web Site:-
www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Bolpur Municipality

ময়দান

গোলরক্ষকের সঙ্গে সংঘর্ষ, ৩০ বছরেই প্রয়াত স্পেনের ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফিরে এল জুনিয়র কাণ্ডের স্মৃতি। ভয়াবহ সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়ে প্রাণ হারালেন স্পেনের ফুটবলার জেসুস দে মিগুয়েল। বয়স হয়েছিল মাত্র ৩০ বছর। মঙ্গলবার সকালে হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন টেনেরিফের এই স্ট্রাইকার। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া স্পেনের ফুটবল মহলে।

ঘটনাটি স্পেনের দ্বিতীয় ডিভিশনের একটি ম্যাচের। মুখোমুখি হয়েছিল টেনেরিফ ও এফসি আন্দোরা। ম্যাচের শেষ দিকে তখন দুই দলের স্কোর ২-২। মাঝমাঠে বলের দখল নিতে ছুটে আসেন আন্দোরার গোলকিপার জেসুস ওনোও। বল বিপন্মুক্ত করতে নিজের গোল ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছিলেন তিনি। সেই সময়ই জেসুস দে মিগুয়েলের সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয় তাঁর। সংঘর্ষের অভিঘাতে মাঠেই লুটিয়ে পড়েন টেনেরিফের স্ট্রাইকার। ঘটনাটি এতটাই গুরুতর ছিল যে ম্যাচ আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয় ওনোওকে। পরে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

স্পেনের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সংঘর্ষের পর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় দে মিগুয়েলের। মাঠেই তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হয়। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়েছিল। কিন্তু অবস্থার উন্নতি হয়নি। বরং স্নায়বিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার কথা জানিয়েছিল তাঁর ক্লাব



টেনেরিফ। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার সকাল ৮টায় মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আনে ক্লাব। শোকবার্তায় টেনেরিফ জানিয়েছে, এই মৃত্যু মেনে নেওয়ার মতো ভাষা তাদের কাছে নেই।

দে মিগুয়েলের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন বার্সেলোনার প্রাক্তন ডিফেন্ডার জেরার্ড পিকে। আন্দোরা ক্লাবের তরফেও শোকজ্ঞাপন করা হয়েছে। রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, আতলেতিকো মাদ্রিদ-সহ স্পেনের একাধিক ক্লাব শোকবার্তা পাঠিয়েছে। স্পেনের ফুটবল সংস্থাও গভীর শোক প্রকাশ করেছে। শোকের আবহে মঙ্গলবারের কোপা দেল রে এবং কোপা দে লা রেইনা-র ম্যাচগুলি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাত্র ৩০ বছর বয়সে এক ফুটবলারের এমন মর্মান্তিক পরিণতি আবারও মাঠের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল।

সুযোগ নষ্টের খেসারত, ঘরের মাঠে আল সিবের কাছে হার ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে জ্বলে ওঠার সুযোগ ছিল। প্রথমার্ধে দাপটও দেখাল ইস্টবেঙ্গল। একের পর এক আক্রমণ, গোলের সামনে একাধিক সুযোগ; সবই ছিল। কিন্তু গোলটাই এল না। উল্টে ম্যাচের শেষ পাঁচ মিনিটে জোড়া ধাক্কা। বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আল সিবের কাছে ০-২ গোলে হারল লাল-হলুদ। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় স্তরের গ্রুপ পর্বে এই হারে আরও কঠিন হয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলের পরের রাউন্ডে যাওয়ার অঙ্ক।

শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে ইস্টবেঙ্গল। চতুর্থ মিনিটে বিপিনের শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পাঁচ মিনিটের মাথায় দানিয়েল রামিরেজের বাঁ পায়ের শট অল্পের জন্য বাইরে চলে যায়। ২০ মিনিটে গোলের সবচেয়ে বড় সুযোগ আসে। এডমুন্ডের শট আটকে দেন আল সিবের গোলরক্ষক ইব্রাহিম। ফিরতি বলে বিপিনের বাড়ানো বল থেকে অধিনায়ক রশিদ মাথা ছোঁয়ালেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। ৩৩ মিনিটে



রামিরেজের দুরন্ত শটও বাঁচিয়ে দেন ইব্রাহিম। প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে যাওয়ার মতো ফুটবল খেললেও গোলের মুখ খুলতে পারেনি।

১৭ মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন আনোয়ার আলি। তাঁর পরিবর্তে নামেন সন্দীপ মান্ডি। বিরতির পরও আক্রমণ চালিয়ে যায় লাল-হলুদ। ৫৫ মিনিটে মান্ডির ক্রস থেকে এডমুন্ডের হেড অল্পের জন্য বাইরে যায়। ৬১ মিনিটে রামিরেজের শট দুরন্ত দক্ষতায় বাঁচান ইব্রাহিম। ৬৩ মিনিটে এডমুন্ডের শটও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৭৬ মিনিটে আল সিবের আলমালকির হেড বাঁচিয়ে দলকে ম্যাচে রাখেন গুরমিত লাচেনপা।

কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ৮৫ মিনিটে হাসানের ক্রস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে মান্ডিকে কাটিয়ে জোরাল শটে গোল করেন মেয়ে। সংযুক্ত সময়ের প্রথম মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের কর্নার থেকে পাল্টা আক্রমণ তুলে দ্বিতীয় গোল আল সিবের। মেয়ের বাড়ানো বল ধরে জাহির বক্সে ঢুকে নিচু শটে বল জালে জড়ান। ০-২ ব্যবধানে হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় ইস্টবেঙ্গলকে।

এই হারের ফলে চার ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের সংগ্রহ মাত্র ২ পয়েন্ট। এখনও পর্যন্ত জয় অধরা। দু'টি ড্র এবং দু'টি হার নিয়ে গ্রুপ ডি-র চার নম্বরে নেমে গেল তারা। ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল শর্টা, ৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আল হুসেইন এবং ৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আল সিব। গ্রুপের প্রথম দু'টি দল পরের পর্বে যাবে। ফলে শেষ দু'টি ম্যাচে জিতলেও অন্য দলের ফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে লাল-হলুদকে। আক্রমণে সুযোগ তৈরি করেও তা কাজে লাগাতে না পারার পুরনো রোগই এ দিন ডোবাল ইস্টবেঙ্গলকে।

ইডেনে ব্যাটিং ব্যর্থতার খেসারত, বাংলার বিরুদ্ধে বড় লিডের মুখে মহারাষ্ট্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: রনজি ট্রফিতে জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লড়াইয়ে এবার কঠিন পরীক্ষার মুখে বাংলা। ইডেনে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৪৩ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় দিনেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হল না লক্ষ্মীরতন শুক্লার দলের। বল হাতে শুরুতে কিছুটা লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে ব্যর্থ বাংলার বোলাররা। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার আগে মহারাষ্ট্রের স্কোর দাঁড়িয়েছে ৯ উইকেটে ২০৪ রান। ফলে প্রথম ইনিংসে ইতিমধ্যেই ৬১ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিড পেয়ে গিয়েছে পৃথ্বী শয়ের দল। হাতে রয়েছে আর মাত্র একটি উইকেট। তৃতীয় দিন সকালে দ্রুত সেই উইকেট তুলে নেওয়াই এখন বাংলার প্রধান লক্ষ্য। তবে এরপর ব্যাট হাতে ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে ম্যাচে প্রত্যাবর্তন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মহারাষ্ট্র। তাদের সেই সিদ্ধান্ত যে কতটা কার্যকর হয়েছে, তা বাংলার প্রথম ইনিংসেই স্পষ্ট। শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। কোনও ব্যাটারই দীর্ঘক্ষণ ক্রিজে দাঁড়িয়ে ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। ফলে বড় রানের স্বপ্ন কার্যত শুরুতেই ধাক্কা খায়। শেষ পর্যন্ত কোনও রকমে ১৪৩ রানে শেষ হয় বাংলার প্রথম ইনিংস। ঘরের মাঠে ইডেনের পিচে এমন ব্যাটিং বিপর্যয় স্বাভাবিকভাবেই দলের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করে।

বাংলার ব্যাটিং ব্যর্থতার পর প্রত্যাশা ছিল, বোলাররা নিজেদের দক্ষতায় ম্যাচে ফিরিয়ে আনবেন দলকে। প্রথম দিনের শেষ পর্বে সেই ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন মহম্মদ শামি। তাঁর অভিজ্ঞতা ও গতির সামনে সমস্যায় পড়েন মহারাষ্ট্রের ব্যাটাররা। দিনের শেষে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়ে লড়াইয়ে ফেরার রাস্তা তৈরি করেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় দিনেও শুরুতে সেই ছন্দ বজায় রাখার চেষ্টা করে বাংলা। শামির পাশাপাশি বল হাতে কার্যকর ভূমিকা নেন শাহবাজ আহমেদ। নিজের স্পিনের জালে মহারাষ্ট্রের তিন ব্যাটারকে ফিরিয়ে দেন তিনি। মহম্মদ কাইফ এবং সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালও একটি করে উইকেট তুলে নেন।

Office of the Block Development Office Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:-02/EN/SB/2026-2027, (FUND-SSM)(Sl No 01 to 02) Dated:-28/10/2026. The last date of online submission of tender is 14/11/2026 upto 14:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Howrah Municipal Corporation
Borough-III
50, Panchanantala Road, Howrah-711101
Ph: 033-2640-4049/6292299603
TENDER NOTICE
NIT No.: TN/002/AE/B-III/2026-27, Date: 03.11.2026
For details of N.I.T. Please refer to notice board of Borough-III & also H.M.C. Website www.myhmc.in & wbtenders.gov.in. Bid Submission Starting Date: 03.11.2026 at 06.00 P.M. (On-Line). Bid Submission Closing Date: 13.11.2026 at 06.00 P.M. (On-Line).
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-III, H.M.C.

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR
SERAMPORE MUNICIPALITY
1, N.S. Avenue, Serampore, Dist. Hooghly, West Bengal, PIN-712201
Notice inviting e-Tender
e-Tenders are invited from experienced and resourceful bidders vide **tender no.: WBMAD/ULB/SRMP/NIT-04/2026-27 (2nd Call) dated 02.11.2026** and **WBMAD/ULB/SRMP/NIT-03/2026-27(3rd call)**-1no. road dated **31.10.2026** within Serampore Municipality. Bid submission end date **11.11.2026** and **17.11.2026**. For details of the project go through **www.wbtenders.gov.in** and **www.seramporemunicipality.com.**
Sd/-
Executive Officer, Serampore Municipality.

Tender is invited by the undersigned for the work "Temporary electrical arrangement with decorative illumination work at MLA Hostel Campus, Kolkata from **06-11-2026 to 18-11-202'. Tender No: 78/IR/T/KCED/I of 2026-27.** Bid Submission end date Upto **12.00 PM on 04/11/2026**. Website: **http://www.pwdwb.in** for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website.
Sd/- B. Mandal
Executive Engineer, PWD
Kolkata Central Electrical Division

OFFICE OF THE CHOAPARA GRAM PANCHAYAT
JALANGI DEV. BLOCK MURSHIDABAD
N.I.e.T NO:-010/CGP/VB-G RAM G/2026-2027, Dated:-03/11/2026 Date of **Publication of E-NIT:-04/11/2026 (11.00 a.m)** Document download start Date & Time:- **04/11/2026 (11.00 a.m)** Document download end Date & Time:- **14/11/2026 (1.00 p.m)**
Bid submission start Date & Time:- **04/11/2026 (11.00 a.m).** Last date & time of online submission of Technical Bid and Financial Bid.:- **14/11/2026 (1.00 p.m).** Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the Prodhan Choapara Gram Panchayat:- on or after **16/11/2026(2.00 p.m.)**
Details see:- **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- Prodhan
Choapara Gram Panchayat Jalangi, Murshidabad

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Unknown Male Dead Body,** found on 29.09.2026, at about 22.26 hrs, S.G.Hospital, Naihati, PS- Naihati, Description of this Dead body is: **Age**- 70 Years (Approx), **Sex:** Male, **Complexion** - Black, **Height** - 5 Feet 9 Inch, **Build** - Slim, **Hair**- White, **Wearing** - White Shirt with half nacked. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.
ICA-D 1676(3)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা - ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **ক্র. নং. ১; টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১৩৮০-২০২৬-২৭; কাজের বিবরণ :** 'গেদে-তে সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যর মালগাড়ি ধরাতে লাইন নং ৩ ও ৪-এর সম্প্রসারণ সহ অতিরিক্ত সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের লুপ লাইনের প্রস্তাব'-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ; **টেন্ডার মূল্য :** ২৯,৬১,৮৭৯.০০ টাকা; **বায়না অর্থ:** ৫৯,২০০.০০ টাকা; **ক্র. নং. ২; টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১৪০৩-২০২৬-২৭; কাজের বিবরণ :** 'চিৎপুর ডিপোতে ইটিপি-র ব্যবস্থা সহ যন্ত্রচালিত লন্ড্রী পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ'-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ; **টেন্ডার মূল্য :** ৩৮,০৫,৭৮৭.০০ টাকা; **বায়না অর্থ:** ৭৬,১০০.০০ টাকা; **ক্র. নং. ৩; টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১৪০৫-২০২৬-২৭; কাজের বিবরণ :** তিন (৩) বছরের জন্য নিউ কয়লাঘাট বিল্ডিং-এর পশ্চিম দিকে প্রতিটিতে ২০ জন করে যাত্রী বহনক্ষম ৪টি লিফ্ট (জি +৩) (নির্মাতা মেসার্স থিসেনক্রুপ)-এর বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি এবং ব্রেকডাউন চুক্তি; **টেন্ডার মূল্য :** ৫২,৪৯,৫৯৩.৪৪ টাকা; **বায়না অর্থ:** ১,০৫,০০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ১৫ মাস (ক্র. নং ১-এর জন্য), ০৯ মাস (ক্র. নং ২-এর জন্য) ও ৩৬ মাস (ক্র. নং ৩-এর জন্য)। **আইআরইপিএস-এ টেন্ডার প্রকাশের তারিখ :** ৩১/১০/২০২৬ তারিখ (ক্র. নং ১ থেকে ৩-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৩/১১/২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টোয় (ক্র. নং ১ থেকে ৩-এর জন্য); **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ :** ০৯/১১/২০২৬ (ক্র. নং ১ থেকে ৩-এর জন্য)। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ জানতে ও সময়ে সময়ে প্রকাশাতি সংশোধনী পাওয়া যাবে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে। (SDAH-290/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in - এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ছটপূজার সময় শিয়ালদহ স্টেশনের পার্কিং পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে
বিজ্ঞপ্তি
যাত্রীদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, শিয়ালদহ মেন স্টেশন বিল্ডিং-এর সামনে অবস্থিত পেইড পার্কিং লটে পার্কিং পরিষেবার সুবিধা **১১.১১.২০২৬ তারিখ ০০.০০ ঘ. থেকে ১৪.১১.২০২৬ তারিখ ২৩.৫৯ ঘ.** পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। শিয়ালদহ স্টেশনের উক্ত পার্কিং লটটি যানবাহন পার্কিং-এর জন্য এই সময়কালে লভ্য হবে না।
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Executive Engineer, PWD, Kolkata East Division invites e-Tender vide e-Tender No. WBPWD/EE/KED/NIeT-13/2026-2027 on item rate basis for 1(one) no. work vide Tender ID No 2026_WBPWD_5082782_1. Bid Submission Start date (online) is 05.11.2026 from 10:00AM. Bid Submission closing date (online) is 20.11.2026 upto 5:00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender documents may be down loaded from https://tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata East Division.
ICA- T19585(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
No.32/Q of 2026-27. Vide memo no 819 dated: 02/11/2026. Sealed Quotations are invited by the Assistant Engineer, Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D., from Bonafide, resourceful & reliable contractors of the work SITC of one number 05 persons capacity (340 Kg load) passenger lift at Bangiya Sahitya Parishad, 243/1, Acharya Prafulla Chandra Road, Kolkata- 700006 .- Electrical Installation work for Lift. E-Tender Id is 2026_WBPWD_5082693_1. Bid Submission closing Date:- 13-11-2026. Detailed information will be available in the website http://www.pwdwb.in & from above office. Sd/- M.Bhunia. Assistant Engineer, Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D.
ICA- T19581(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
**e-NIT No: KMDA/HOUSING/EE/



একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ৪ নভেম্বর ২০২৬ • পেজ ৮





চিত্তচমৎকারী বিচিত্রপুর

সঞ্জয়কুমার দাস

তিনকাল গিয়ে এককাল না ঠেকতেই সাহিত্যসম্রাটের নবকুমার ভ্রমণতৃষ্ণা মেটাতে তীর্থযাত্রীর দলে ভিড়েছিলেন। প্রথমাবধি বাঙালি অবশ্য তীর্থযাত্রার আশেই ঘর ছেড়ে বাইরে বেড়োতেন। যদিও রবীন্দ্র সমসাময়িক খ্যাতিমান কবি-নাট্যকার-গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একদা লিখেছেন 'আমার এই দেশেতে জন্ম , যেন এই দেশেতে মরি,'। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঘরকুনো বাঙালির স্বভাব বৈশিষ্ট্য পরখ করে 'আরব বেদুয়িন' হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন 'দুরন্ত আশা'য়। ঘরকুনো বাঙালিকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জর করেছেন প্রমথ চৌধুরীও, বীরবলী ঢঙে। কিন্তু নেতাজীর অবস্থান, একেবারে বিপরীত মেরুতে। তাঁর সাফ জবাব, ''আমি যাব না, যাব না, যাব না ঘরে/ বাহির করেছে পাগল মোরে।'' কী রবীন্দ্রনাথ, কী দ্বিজেন্দ্রলাল, কী বীরবল, কী নেতাজী - প্রত্যেকেরই দর্শন স্বতন্ত্র।

তবু বাইরের অমোঘ আকর্ষণ ভ্রমণপিপাসু বাঙালিকে গৃহবন্দি রাখতে পারেনি। পারেনি বলেই, অক্ষর সাধক ভ্রমণকারীগণের কলম প্রসবিত কথায় পরিপুষ্টি হয়েছে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের। সে তালিকায় যেমন পাওয়া যাবে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ'কে, তেমনই পাওয়া যাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পায়ের তলায় সর্ষে'। কথাকার ননী ভৌমিকের 'মরু ও মঞ্জরী'ও সেধারার উৎকৃষ্ট ফসল। আর সৈয়দ মুজতবা আলী সে তালিকায় এক অবিকল্প উপাখ্যান। একদা অন্নদাশঙ্কর রায় ভ্রমণ সাহিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'ভ্রমণকাহিনি কি প্রবন্ধের ঘরের পিসি, না কথাসাহিত্যের ঘরের মাসি?' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণ গ্রন্থগুলিকে এ অভিধায় ভূষিতের সুযোগ আছে যথেষ্ট। তিনি ভ্রমণ সাহিত্যের খোলনলচেই দিয়েছেন বদলে। ভ্রমণকে নিয়ে প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যের জটিল আবর্তে প্রবেশ না করেই, সে বিতর্ককে পিছনে রেখে, হাতে একটি কিংবা দুটি ছুটির ব্যবস্থা করে, দীঘার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেই হাওয়াবদল হয় প্রাত্যহিক আটপৌরে জীবনের একঘেয়েমির। কেননা, ভ্রমণতৃষ্ণার্তের সুখানুভূতির তিনটি প্রধান বন্দর জল, জঙ্গল আর পাহাড়। পশ্চিমবঙ্গ অবশ্য তিনটি বন্দরেরই পোতাশ্রয়। সেকারণেই শাহরুখ-গৌরী খানের ন্যায় অভিজাত দম্পতিও মধুচন্দ্রিমা রচনা করেন পাহাড়ের রানি দার্জিলিঙে। যদিও অক্টোবরেই আমরা মনস্থির করি দীঘাযাত্রার। জল এবং জঙ্গল দুইই একযাত্রায় পরখের লোভ। ওই রথ দেখে কলা বেচার অভিপ্রায় আরকি। সহকর্মীদের সাথে সপরিবারে তিনদিনের ইত্যবকাশে রওনা দিয়েছিলাম মালদা-দীঘা বিশেষ বাষ্পশকটে। তবে সে বিশেষ বাষ্পশকটের প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতায় স্মৃতিতে কড়া নাড়ে উত্তরবঙ্গের এক আঞ্চলিক প্রবাদ, 'নামে গগন ফাটে, হাঁড়ি প্যাল্ল্যা কুত্তায় চাটে'। নামেই বিশেষ, বাস্তবে নৈরাজ্যের একশেষ। সে যানে একটিমাত্র কামরা, তাপ নিয়ন্ত্রণের সুবিধেযুক্ত। সপরিবার যাত্রার কারণেই সে কামরায় ঠাঁই হয় অধমের। কেননা বিলাসিতার বৈভব থেকে নিজেকে লক্ষযোজন দূরে রাখতেই ভালোবাসি। অথচ সে বিশেষ যানের এমন কারুণ্য ঠিক ভারত সরকার স্বীকৃত শেষ মোগল সাম্রাজ্ঞী সুলতানা বেগমের ন্যায়। সম্মানে তিনি মোগল সাম্রাজ্ঞী হলেও থাকেন কলকাতার বস্তিতে। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না।

নীললোহিতের কবিতার সূত্র ধরে বিলক্ষণ বলা যেতে পারে, মালদা-দীঘা বাষ্পশকটটিও কথা রাখেনি সেদিন। আসলে কেউই কথা রাখে না। স্বভাবতই নির্দিষ্ট সময়ের ঘন্টা দেড়েক পরে পৌঁছয় দীঘা। অন্ধকারের ভ্রুকুটি থাকলেও এক বাষ্পশকটময় ভ্রমণতৃষ্ণার্ত মানুষের সমবেত উৎসাহমুখর সজাগতায় অমানিশিও ফিকে ঠেকে বৈকি। মাধবীলতার ন্যায় গুচ্ছ গুচ্ছ মানুষের আনন্দঘন পদচালনা রাতদুপুরকেও দিনের ব্যস্ততম ক্ষণের পর্যায়ে সমান্তরাল রেখা অঙ্কন করে। যাত্রারম্ভের নারীপ্রিয় সাজ-সজ্জার বালাই তখন অবশ্য নেই, অধীর আগ্রহে দীঘা সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে অরুণোদয়ের দৃশ্য স্বচক্ষে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা, স্বরবৃত্তের গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সকলকে। আট থেকে আশি, কে নেই সেই আকাঙ্ক্ষার ইঁদুর দৌড়ে।

তখনও অবশ্য সূর্যোদয়ের ঢের দেরি। যাঁদের অগ্রিম থাকার বাসা প্রস্তুত, তাঁরা দ্রুতই বেরিয়ে যাচ্ছেন স্টেশন চত্বর ছেড়ে। কিন্তু যাদের সে পূর্বপরিকল্পনা নেই, তাঁদের গতি অবশ্য শ্লথ। কেউ কেউ স্টেশন চত্বরেই অপেক্ষার প্রহর গুনছেন। আমরাও বেরিয়ে পড়লাম পুরোনো দীঘায়। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে হরবোলা মন্দিরের পাশে পুলিশ হলিডে হোমে। আমাদের অভ্যর্থনায় প্রস্তুত কমলদা। কমলদা বিস্ময়কর চরিত্র। সেকথা পরে বলব। যেহেতু তখনও ভোরবেলা, হোটেলগুলিতে চেক-আউটের সময় হয়নি, সেহেতু কেবলমাত্র একটি কক্ষই আমরা তৎক্ষনাৎ পেলাম। নারী ও ছোটদের সে কক্ষে

বাইরের অমোঘ আকর্ষণ ভ্রমণপিপাসু বাঙালিকে গৃহবন্দি রাখতে পারেনি। পারেনি বলেই, অক্ষর সাধক ভ্রমণকারীগণের কলম প্রসবিত কথায় পরিপুষ্টি হয়েছে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের। সে তালিকায় যেমন পাওয়া যাবে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ'কে, তেমনই পাওয়া যাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পায়ের তলায় সর্ষে'। কথাকার ননী ভৌমিকের 'মরু ও মঞ্জরী'ও সেধারার উৎকৃষ্ট ফসল। আর সৈয়দ মুজতবা আলী সে তালিকায় এক অবিকল্প উপাখ্যান। একদা অন্নদাশঙ্কর রায় ভ্রমণ সাহিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'ভ্রমণকাহিনি কি প্রবন্ধের ঘরের পিসি, না কথাসাহিত্যের ঘরের মাসি?' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণ গ্রন্থগুলিকে এ অভিধায় ভূষিতের সুযোগ আছে যথেষ্ট।

বিশ্রামের সুযোগ করে দিয়ে আমরা তিনজন কমল'দার আপ্যায়ন কক্ষেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। মনে মনে ভাবছি এ কেমন অব্যবস্থা? শেষাবধি নিশ্চিত হওয়া গেল একটি ভোর পাঁচটাই ও তৃতীয়টি সকাল ন'টায় আমাদের হস্তগত হবে। আমরা অপেক্ষা করছি, এমন সময়েই এক দম্পতি কক্ষ ত্যাগ করলে, ধূমকেতুর গতিতে কমলদা, সে কক্ষ আমাদের ব্যবহার উপযোগী করে দিলেন। হাত-মুখ ধুয়ে সকলেই যখন ঘুমের দেশে পাড়ি জমিয়েছে, তখন হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে গেল আমার। দোতালার বারান্দায় বেরিয়ে দেখি সূর্যোদয় দর্শনের সুযোগ ফসকায়নি এখনও। বাড়ি থেকে এসেছিই তো ভ্রমণ তৃষ্ণা মেটাতে জাতীয় ভাবনায় বলিয়ান হয়ে পুনরায় শয্যাসুখ পরিহারপূর্বক গতকালকের ভ্রমণ পোশাকেই বেরিয়ে পড়লাম। সিড়ি বেয়ে নেমেই কমলদা মারফত জেনে নিলাম চায়ের দোকানের ঠিকানা।

চিকিৎসা পরিভাষায় পদার্থের নেশা কমবেশি সকলেরই আছে। তাঁরা নেশাগ্রস্ত। অবশ্য নেশাগ্রস্ত বললে নঞর্থক ভাবনাই আমাদের চৈতন্যে প্রকট হয়ে ওঠে। ওই যেমন 'গন্ধে'র বেলায়। 'গন্ধ' বললেই দুর্গন্ধের নাক সিটকানি। কিন্তু সুগন্ধিতে আমরা ইংরেজ হয়ে যায়, বলি 'সেন্ট'। তাই 'নেশা' না বলে 'আসক্তি' বলছি এবং 'নেশাগ্রস্ত' না বলে 'আসক্ত' শব্দটিকেই বেছে নিচ্ছি। সেদিক থেকে কথকও আসক্ত। কীসে আসক্ত? চা'য়ে। পুলিশ হলিডে হোম মূল রাস্তা থেকে অনেকটাই নীচে। স্বভাবতই একটি চড়াই, বামদিকে ঘুরতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবাস 'দীঘালি ২'। অবশ্য 'দীঘালি ১'ও চোখ এড়ায়নি। দীঘা রেলওয়ে স্টেশন থেকে অন্ধকারের ভ্রুকুটি ঠেলে যখন পুরাতন দীঘায় বাদুড়ঝোলা হয়ে অটোতে যাচ্ছিলাম, তখন যে দৃশ্য নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে, যার কথা কখনও সংবাদের ভাষ্যে, কখনও বোকাবাক্সের পর্দায়, আবার কখনওবা রাজনৈতিক ভাষ্যপথে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ঠাহর করেছে, সে দৃশ্য আবশ্যিক ভাবেই নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দির। কেউ কেউ তো বলেনই, সমুদ্র দেখতে হলে দীঘা কেন, পুরী যাও। সেখানে জল পাবে, পাবে জগন্নাথও। তাঁরা যে ভুল নন, সেকথার যথার্থতা প্রতিপন্ন হয় দীঘাতেও জগন্নাথ মন্দির নির্মাণে। শত্রুর মুখে ঝামা ঘষে দেওয়া আরকি। এ নির্মাণ দীঘাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে সন্দেহ নেই। স্টেশনের গায়েই এ নির্মাণ। একটু এগোলেই দীঘালি ১।

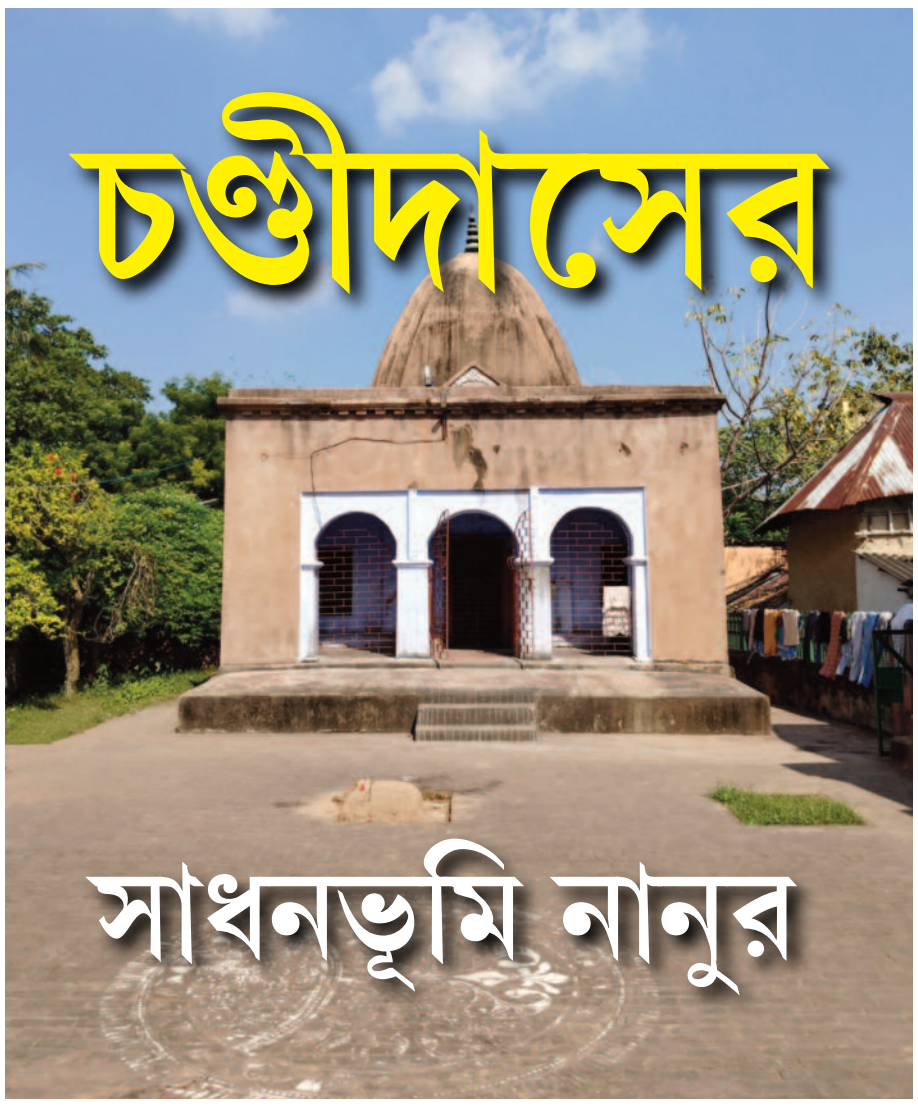
যাক, সেকথা ছেড়ে একটু চায়ের দোকানের সন্ধানে ফিরি। কিন্তু মেঘ না চাইতেই জল প্রাপ্তির ন্যায় কয়েক কদম এগিয়েই রাজপথ। পশ্চিম-পূর্ব রাজপথটি মিটার পঞ্চাশেক পূর্বমুখী হয়েই উত্তর-দক্ষিণে বিভাজন রেখা অঙ্কন করেছে। রাজপথের উত্তরে একটি বটবৃক্ষ। পথের সমান্তরালে একটি মার্কেট। একটি চায়ের দোকান। বটবৃক্ষের ছায়ায় পাতা আছে টেবিল-চেয়ার। মিটারখানেক দূরত্বে খান-ত্রিশেক পায়রা বকম-বকম রব তুলছে। তাদের গ্রীবার বর্ণিল ওঠা-নামা চমকপ্রদ। অচেনা মানুষের এতো কাছাকাছি সাধারণত পায়রা আসেনা। কিন্তু পর্যটনকেন্দ্র গুলির জীবজন্তুরা অবশ্য এমনই হয়। ম্যাসেঞ্জারে যেমন বানর, পত্রাতু ড্যামে যেমন পরিযায়ী সিগাল (Seagull) তেমনই পুরাতন দীঘায় দেখলাম পায়রা। পর্যটকদের প্রদেয় খাদ্যের জন্য তারা অপেক্ষা করে। ইত্যবসারে জলযোগ পর্ব সমাপান্তে এগিয়ে চললাম অরুণোদয়ের সাক্ষ্যে। তখন লোকে লোকারণ্য সমুদ্রতট। অধিকাংশের হাতেই করিতকর্মা চলভাষ (Smart Mobile)। ১৮ থেকে ১০৮ মেপিক্সেলে বন্দি হচ্ছে মুহূর্ত। ভবিষ্যতে যা অতীতের স্মৃতি হয়ে ধরা দেবে। নানান ভঙ্গিমায়, নানান রুচিতে, নানান দলের মুহূর্ত বন্দির দৃশ্যেই শুভ্র ফেনিল জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ছে বাধানো তটের বক্ষে। এই নিয়ে তৃতীয়বার দীঘায় আসা হয়েছে। তবু আশ মেটেনা।

খানকতক দৃশ্যের দূরেক্ষণ নিজেও নিলাম সংগ্রহ করে। তারপর চোখ বোলাতে চাইলাম পারের সজ্জায়। প্রথমবার ২০০৪ সালে, দ্বিতীয়বার ২০১৭ সালে আর এইবার তৃতীয়বার। আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে পর্যটন ক্ষেত্রে। বিশ্ববাংলা, কন্যাশ্রী, নিজস্বীক্ষেত্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, বাঙালি লোকসংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন সাজে সেজে উঠেছে সমুদ্রপাড়। এইখানে নজর কাড়ল অর্কবৃক্ষ। ওই জগদ্দল আকারের অর্কবৃক্ষ ইতিপূর্বে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। একদল তরুণের ছৌ নৃত্যের মহড়াও পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এবারে ফিরলাম হলিডে হোমে। ততক্ষণে সকলে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। কমলদার অপেক্ষা কক্ষের পূর্বে অনতিদীর্ঘ পুকুর। পুকুরের চারিদিক ছোটবড়ো গাছে ছায়াদৃত। গাছের ফাঁকেই ভবার হরবোলা মন্দিরের হাতছানি। পুকুরের জল কালচে। ঝাঁক বেঁধে তেলেপিয়ার দল মার্চপাস্টে মেতেছে সেখানে। ওরহান-সার্থক চাতকের ন্যায় পর্যবেক্ষণ করছে তা। কিশোরকালীক অনভিজ্ঞতায় নামতে চাইছে সে জলে, ধরতে যাচ্ছে তেলেপিয়াকে। জানে না তো, 'বন গাঁয় শ্যাল রাজা'। ওদের দুজনকে বাস্তবতার পাঠ দিয়ে দোতালার কক্ষে পৌঁছলাম। সহকর্মীর সাথে পুনরায় বেরিয়ে পড়লাম মাছের বাজারে। সঙ্গী হল ওরহান-সার্থকও। মাছের বাজারে গিয়েই নজর কাড়ল, হরেক রকম কাঁকড়ার উপস্থিতি। বাঙালি দীঘা যাবে আর ইলিশ-চিংড়ি খাবেনা, তাই কি হয়। আমরাও ইলিশ-চিংড়ি নিয়ে ফিরলাম। তারপর কমলদার প্রস্তুতকৃত খিচুড়ি খেয়েই সকলে রওনা দিলাম নতুন দীঘায়, সমুদ্র স্নানের সুখবিলাসের আশে। দীঘা-মায়াপুর- কলকাতা- নেপাল- হায়দ্রাবাদ ভ্রমণের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকার দরুন রোদচশমা ও বারান্দাটুপি সঙ্গেই ছিল আমাদের। তবে আমাদের পরিবারের ছোটো সদস্য লোলো এই প্রথম কোনো দূর-ভ্রমণে বেরিয়েছে। তাই তার টুপি কেনা হলো। আর কেনা হলো গিন্নির টুপিও। একই স্থানে, একই পোশাকে গিন্নির ছবি একাধিকবার যদি আপনি তওলাতে পারেন, তবে আপনি মহাপুরুষ। আমি নই, তাই গিন্নির টুপিও নিতে হলো। অবশ্য আমি ব্যতীত ওদের তিনজনের রোদচশমা মালদাতেই নিয়েছিলাম নতুনকরে। এবারে দল বেঁধে চললাম সমুদ্রে। মহাধূমধামে চলছে ঢেউয়ের আসা যাওয়ার পালা। অবশ্য বাঁশি বাজিয়ে পুলিশ বাহিনি সতর্ক করছেন পর্যটকদের। কিছুতেই জলে নামতে দিচ্ছেন না। তখন মুখে মুখে রটে গেছে, বেলা দুটোর আগে জলে নামা যাবে না। বাধ্যত পারের জগদ্দল পাথরগুলিতে বসেই চলল উত্তাল সমুদ্রের চালচিত্র দর্শনের ক্ষুন্নিবৃত্তি।

চারিদিকে এতো কোলাহল যে, একান্তে ভাবরাজ্যে পাড়ি দেওয়ার অনুকূল পরিবেশ তখন থাকে না। তাই পরিস্থিতির নাগরদোলায় আপনাকে দুলতেই হবে। ওদিকে রবিমামার শাসানি। অগত্যায় ছায়ার সন্ধানে ফিরতেই হলো। ফিরতি পথে ডাবের জল, কিঞ্চিত স্বস্তি দিল। বিশ্রামালয়ের থিকথিকে ভিড়েই বসার লাইনে দাঁড়িয়ে ও সময়ে বসার দাঁও মিলল। অল্পবিস্তর স্ন্যাকস ও জলের সৌজন্যে বিতিয়ে গেল, খিছু সময়। হঠাৎই কলরোল উঠলো, সমুদ্র পারে। বুঝে নিতে অসুবিধা হলো না, জলে নামার ছাড়পত্র মিলেছে। তবে আর দেরি কেন। হইহই করে চললাম সকলে। ওরহান সাহসী, সার্থক ঠিক উল্টো। তাই প্রথম মিনিট দুয়েকেই জলতরঙ্গের ক্যালানি খেয়ে, নাকে-মুখে করে ফেলেছে সে। তাকে হাত ধরে তুলে দিয়ে, ভাইকে দেখভালের দায়িত্বে নিযুক্তি দিলাম। এবারে আমরা বড়োরা, আর ওরহান মিলে ঘন্টা দু'য়েক জলক্রীড়ায় বুঁদ রইলাম। দারুণ মজা। ঢেউয়ের তালে তালে বাজল আনন্দের নূপুর। ওদিকে জঠরের আহ্বান আসতে লেগেছে। শেষমেষ উঠে পড়তেই হলো। আবার টোটোর যাত্রী হয়ে পৌঁছে গেলাম হলিডে হোমে। সূর্য তখন পাটে যাওয়ার বেলা। কমলদা মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই খাবার টেবিল প্রস্তুত করলে, খুব দ্রুতই ভোজনপর্ব পার করলাম। ইলিশভাপা আর ঝিঙে-পোস্তর সে পরিবেশন ঘরোয়া। যেন, বাড়িরই রান্না। ভ্রমণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি। ভ্রমণে আনন্দের জোয়ার ওঠে বটে, কিন্তু রসনায় ভাটা পড়ে। আমাদের ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি। এ সৌভাগ্যই বটে। যাক ভোজনপর্ব সমাধা হয়ে গেলে, যে যার মতো গা এলিয়ে বিশ্রামের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করলাম। কিন্তু তিনটি পরিবারেই ছোটো সদস্য থাকায়, সে বিশ্রাম যে খুব তৃপ্তিদায়ক হয়েছে, এমনটা নয়। তবে তা বিরক্তিকরও নয়। তাছাড়া পিতৃ কর্তব্য বলেও তো একটা কথা আছে।

আকাশের নীল চুরি করে, সূর্যের তখন পাটে যাওয়ার বেলা। সমান্তরালে সমুদ্রতটে বসে বিভীষণ রূপদর্শনের অঙ্গীকারও। সাজসজ্জার পাট চুকিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল পুরাতন দীঘার সমুদ্রপাড়ে। লোকমুখেই শোনা, সমুদ্র স্নানের জন্য যাও নতুন দীঘা, আর সন্ধ্যেটা রাখো পুরাতন দীঘার জন্য। লোকশ্রুতি অমান্যের আইনী জটিলতায় জড়িয়ে লাভ নেই। সাতে-পাঁচে না থাকা বাঙালির ন্যায় তাই পুরাতনেই আস্থা। প্রভাতের চা-পানের স্বাদ তখনও রসনায় মৃদু কম্পন দিচ্ছে। আফটার-সকের ন্যায় সে কম্পনই আমাদের দলকে চায়ের দোকানে হাজির করল। এবং যথাসম্ভব সে পর্বের সমাধান্তে পদাতিকের শৃঙ্খলায় সমুদ্রাভিমুখে এগিয়ে চলল। পাড়ে তখন অগণিত মানুষের কোলাহল। ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে কিনারে। এবং সরকারি বদান্যতায় প্রস্তুতকৃত আসনে বসে পর্যটকের দল উপভোগ করছেন সমুদ্রের ভয়ঙ্করী রূপ। একদা কবিগুরু লিখেছেন 'সাগরের কণ্ঠ হতে কেড়ে নিয়ে কথা / সাধ যায় ব্যক্ত করি মানবভাষায়- / শান্ত করে দিই ওই চির ব্যাকুলতা / সমুদ্রবায়ুর ওই চির হায় হায়।' কিংবা যে ঢেউ দেখে কবি জীবনানন্দ উচ্চারণ করেন 'চঞ্চল ধবল বুকে নাচিতেছে ফেনার আঙুল'। একাকী যা ভয়ঙ্কর দশে মিলে তা উপভোগ্য বলেই বিশ্বাস। বাগযন্ত্র নিসৃত পঞ্চমসুরও লজ্জাবনত হয় প্রাকৃতিক এই অবিরাম অনুশীলনে। তটের কিনারে পা-দুলিয়ে সমুদ্রের এরূপ দর্শন লোভনীয়। বারবার যা আকাঙ্ক্ষায় বসত গড়ে। খাওয়া বলতে ফুচকা বই কিছু না। ছোটদের জন্য দু-একটি খেলনা সংগ্রহ করেই আত্মসমর্পণ করতে হলো জঠরাগ্নির দহন-পীড়ায়। চিংড়ির চপলতা তখন থেমে গেছে ব্যঞ্জনের অভিলাষে। চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় মানবকূলের নিকট সকলই খাদ্যশৃঙ্খল। বাস্তুতন্ত্রের যুক্তি পেড়ে, গোগ্রাসে গলধঃকরণ মানববিশ্বের জাগতিক অধিকার। প্রাণী হত্যা যদি পাপ হয়, তবে আমরা সিংহভাগই পাপী। প্রসঙ্গ ভিন্ন হলেও সাম্যবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অমোঘ বাণীই হেথা পাথেয় 'সাম্যের গান গাই!- / যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।' আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরে বলি, কলমচির পাপের বোঝাটা ঈষৎ হালকা। কেননা যেকোনো প্রকার মাংসের লোভ ত্যাগ করতে সে পেরেছে।

পুলিশ হলিডে হোমে ফিরেই একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে নেওয়া। এবং সরাসরি খাবার অস্থায়ী টেবিলের সম্মুখে বসে চিংড়ির চর্ব-চোষ্যে চেটেপুটে নেওয়া। অবশ্য ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে আগামীকাল সাইটসিনে যেতে হবে। সেই মোতাবেক কমলদা একটা স্কোরপিও রিজার্ভ করে দিলেন। গন্তব্য কোথায়? কবি সুকুমার রায়ের ছড়ার ঋণে - আর যেখানে যাও না রে ভাই সপ্তসাগর পার/ তালসারি হোক বা শঙ্করপুর, বিচিত্রপুরেই সাধ সবার। ভোজনপর্বের সমাধান্তে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চলল বিচিত্রপুরের খানাতল্লাশি। সৌজন্যে গুগলমামা। তখনই চিত্তচাঞ্চল্য সমুদ্রের ন্যায় উথাল-পাতাল লহরি তুলতে থাকল। আর মনের ভ্রমণ বিলাসী কুঠুরিতে 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'র ন্যায় বারংবার প্রতিধ্বনিত 'চিত্তচমৎকারী বিচিত্রপুর'।



চণ্ডীদাসের সাধনভূমি নানুর

সৈকত বিশ্বাস

শরত শেষে হেমন্তের নরম রোদ জানান দিচ্ছে শীতের আগমনের, এমনই এক কার্তিক মাসের সকালে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বাইকযোগে বেরিয়ে পড়ি বীরভূমের অন্যতম স্থান বৈষ্ণব পদকর্তার সাধনভূমি নানুরের উদ্দেশ্যে। তার পদের পরিচয় ইতিমধ্যেই পেয়েছি আর এবার তার প্রেমের স্থানের সাক্ষী থাকার সময় আর তার আকর্ষণে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কারণ 'বৃন্দাবনে যেমন কানু ছাড়া গীত নাই, চণ্ডীদাস ছাড়া কথা নাই নানুরে!' নানুরের সাথেই জড়িয়ে আছে চণ্ডীদাসের নাম। এক্ষেত্রে বোলপুর থেকে নানুর যাওয়ার ভিন্নপথ থাকলেও বেছে নিই সিয়ান হাসপাতাল দিয়ে যে রাস্তা নানুরের অভিমুখে গিয়েছে সেই রাস্তায়। চলতে থাকি একের পর এক গ্রাম হেমন্তের নরম রোদকে আলিঙ্গন করতে করতে। সাথে রাস্তার পাশের ছড়িয়ে থাকা বিস্তীর্ণ ধানের জমির সত্যিই একরাশ ভালোলাগার উপকরণ হয়ে ওঠে। পেরোতে থাকি মোহনপুর, দাতিনা, বেলুটি গ্রাম এবং সবশেষে নানুরে।এর আগে নানুর আসা হয়েছে কিন্তু চণ্ডীদাসের ভিটেয় যাওয়া এই প্রথম। কখনো গুগল ম্যাপ, কখনো স্থানীয়দের জিজ্ঞেস করে উপস্থিত হয় ১৪ শতকের চৈতন্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের সাধন ক্ষেত্রে।তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তণের রচয়িতা হিসেবে চারজন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। তারা হলেন দ্বিজ চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস আর বড়ু চণ্ডীদাস। নানুরের চণ্ডীদাসই তশ্রীকৃষ্ণকীর্তণদ এর রচয়িতা কিনা এই বিষয়ে নানান মুনির নানান মত থাকলেও আমি সচেতনভাবে সেই বিতর্কে না ঢুকে শুধুই রামী ও চণ্ডীদাসের প্রেমের সাক্ষী হতে এসেছি। যাই হোক মন্দিরের চারপাশে জনবসতি থাকলেও মন্দিরের ভেতরে স্নিগ্ধতা ভক্তিরসের উদয় ঘটায়। সাথে যথা সম্ভব রক্ষিত মন্দিরের পবিত্রতা। ছবির মতো সুন্দর এই প্রকৃতি মনকে শিহরিত করে তোলে। গেট দিয়ে প্রবেশ করেই চোখে পড়ে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের বোর্ড। সাথে সারিবদ্ধভাবে স্থাপিত মন্দির, সবচেয়ে বড় মন্দিরটি হল বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির।সেখানে কাঠের সিংহাসনে দেবীর মূর্তি। আমরা যেতেই এক মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা মন্দিরের দ্বার খুলে দেন। এবং জানান প্রতিবছর মাঘী পূর্ণিমায় নাম সংকীর্তণ হয়ে থাকে। দুর্গাপূজা ও কালীপূজা হয়। বিশালাক্ষী মন্দিরের মুখোমুখি রয়েছে দুটি টেরাকোটা কাজ করা শিবের মন্দির। বাশুলী মন্দির ও টেরাকোটা মন্দিরের পাশেই আরোও কিছু মন্দির যেখানে মূলত স্টার্কোর কাজ। আর তার পেছনে অবস্থিত এক উচু ঢিবি, যা চণ্ডীদাসের সমাধি বলে পরিচিত। এখানকার মন্দিরের প্রতিটি অংশই আজও রজকিনী কন্যা রামীর সাথে চণ্ডীদাসের অমর প্রেমের সাক্ষী বহন করে চলেছে। বলা হয়ে থাকে চণ্ডীদাস ছিলেন বিশালাক্ষী মন্দিরের পুরোহিত। সেই সময়কালে নানুর থেকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত 'তেহাই' গ্রামে স্বল্প বয়সী বিধবা রজকীনি রামী কাপড় কাঁচতে আসতেন। 'রজকীনি' শব্দটির অর্থ হল ধোপার কন্যা। পরে চণ্ডীদাসের দ্বারাই নিচু জাতের সেই ধোপানি বিশালাক্ষী মন্দিরের সেবিকার কাজ পায়। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের এই সম্পর্ক তৎকালীন সমাজের রোষানলে পড়ে। কারণ চণ্ডীদাস ছিলেন ব্রাহ্মণ অন্যদিকে রামী ছিলেন নিচু জাতের ধোপাকন্যা।কিন্তু প্রেম কোনকালেই আর জাত-ধর্ম মেনেছে। এমনকি এই অপরাধে তৎকালীন ব্রাহ্মণসমাজ তার পিতার অন্তেষ্টিক্রিয়াতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু সমাজের ছুৎমার্গকে উপেক্ষা করেই চণ্ডীদাস ও রামীর এই অসম প্রেম গড়ে তোলে প্রেমের অমরকথা। চণ্ডীদাসের জন্মের মতোই মৃত্যু নিয়েও বহুল মত প্রচারিত। তারমধ্যে অন্যতম মতটি হল একদিন



চণ্ডীদাস গৌড়ের নবাবের আমন্ত্রণে রাজসভায় গান পরিবেশন করতে যান। সেই সভায় নবাবের বেগম চণ্ডীদাসের গুনের অনুরাগিণী হন। সেইকথা নবাবের কানে গেলে তার আদেশে চণ্ডীদাসকে হাতির পিঠে বেঁধে কশাঘাত করা হয় এবং তাতে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যু নিয়ে অন্যমতটি হল বিশালাক্ষী মন্দিরে সাধক কবি চণ্ডীদাস তার শিষ্যদের নিয়ে কীর্তনে মেতে ছিলেন। সেখানে যোগ দিয়েছিলেন নবাবের বাড়ির বেগমরা, একথা জানতে পেরে নবাব কামান দাগার আদেশ দেন।তাতে ধ্বংসস্তুপে চাপা সবাই মারা যান। স্থানীয় মতে মন্দিরের পাশে অবস্থিত ঘাসে ঢাকা উঁচু জমিটিই আসলে চণ্ডীদাসের সমাধিক্ষেত্র। মন্দির থেকে বেরিয়ে এবার আমাদের গন্তব্য কিছুটা দূরে অবস্থিত রজকিনী ঘাটের উদ্দেশ্যে। মন্দির থেকে বেরিয়ে নানুর থানার সামনে দিয়ে যাওয়া রাস্তার পাশেই সেই পুকুর, সামনেই রক্ষাকালী মন্দির, সেই মন্দিরের পেছনেই সেই ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজরিত পুকুর। যে পুকুরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এক ঐশ্বরিক প্রেম। যে প্রেমের সাক্ষী সেই পুকুরের ঘাট। আমরা তার সম্মুখে। কথিত আছে পাশেই 'তেহাই' গ্রাম থেকে স্থানীয় ধোপানি রামী কাপড় কাচতে আসতেন। সেই একই সময়ে উচুজাতের ব্রাহ্মণ সন্তান চণ্ডীদাসও ছিপ দিয়ে মাছ ধরতেন। প্রায় বারোবছর পর একদিন রামী কৌতুহলবশত জিজ্ঞেস করেন। তবুশিতে কী মাছ ধরলা?দ চন্ডীদাস উত্তর দিয়েছিলেন ত১২ বছর পর এইমাত্র ঠোকর মারল।ত প্রেমের জন্য এই দীর্ঘ প্রতিক্ষা প্রেমেরই মহিমাকে গৌরবান্বিত করে। সেদিনের সেই পুকুরে আজ বাঁধানো ঘাটের বাঁধন। পুকুরের পাশের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হনুমান মন্দির আর সেই মন্দিরে সংরক্ষিত রয়েছে রামীর কাপড় কাঁচার পাটাতন, চোখের সামনে সেকালে রামীর কাপড় কাঁচার পাটাতন দেখে হৃদয় বেশ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে দূরের পশ্চিম আকাশে সূর্য যখন অস্তাচলে আমরাও অনেকটা ভালোলাগা নিয়ে ফিরতি পথ ধরি।